বরিশাল-হিতৈষীর উপহার।

চিদানন্দা

ভগবদ্গীতা ;

পদ্যানুবাদ।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিতৈষী প্রেস—বরিশাল।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।
১৩০৪ সাল।

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

—(০)—

আজ্ কাল্ প্রায় শিক্ষিত বাঙ্গালির ঘরে ঘরেই গীতা বিরাজিত। বাঙ্গালির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আজ্ গীতার আদর করিতেছেন। তাই গীতার মূল সংস্কৃত, এবং তাহার পদ্য গদ্য অনুবাদও দিন দিনই বাহির হইতেছে। এবং তাহাতে গীতার মহিমা-গৌরবও দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া চৌদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আমরাও গীতার একখানি পদ্যানুবাদ প্রকা[illegible] করিলাম। এই অনুবাদ মূলের একরূপ অ[illegible] রানুবাদ। কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাক[illegible] [illegible]ন্ধি বিভক্ত্যাদি রচিত সুবর্ণ শৃঙ্খলের [illegible]টা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে; সুতরাং এই অনুবাদে মূল একেবারে ঠিকই রহিয়াছে। অথচ এই অনুবাদ সরলমধুর হইয়াছে। কারণ ভাবার্থের স্ফূর্ত্তি, অনুবাদিত প্রত্যেক কবিতাতেই মূর্ত্তিমতী; দেখিলেই সকল হৃদ্বোধ হয়,—সকলই বুঝিতে পারা যায়। আমরা গীতার এই অনুবাদটী দেখিয়া

প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাই এই গীতাখানি শিক্ষিত পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, পাঠকবর্গ এই অনুবাদিত গীতাখানি দেখিয়া প্রীতিলাভ করিবেন।

প্রকাশক।

সরস্বতী-স্তব।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী।
সর্ব্বা বিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং পরং।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজ-সন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ॥
বিসর্গ-বিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেবচ।
তদধিষ্ঠাত্রী দেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যা স্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ॥
স্মৃতিশক্তি জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি শক্তি স্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তি যাচ তস্যৈ নমোনমঃ॥
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রনাং বিদুষাং জননীপরা।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈবাণ্যৈ নমোনমঃ॥
... স্বরূপা যা কবীনামিষ্ট দেবতা।
... তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥

ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়।

চিদানন্দা গীতা

পদ্যানুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধাশয়।
মৎপুত্রেরা-পাণ্ডবেরা কি করিল? হে সঞ্জয়! ১

সঞ্জয়।

ব্যূহিত পাণ্ডব-বল দেখি রাজা দুর্য্যোধন,
আচার্য্য সমীপে গিয়া বলিলা হেন বচন। ২

"হের গুরো ! শিষ্য তব ধীমান্ দ্রুপদ-সুত,
মহতী পাণ্ডবসেনা সাজায়েছে কি ব্যূহিত ! ৩
ভীমার্জ্জুন সম রণে শূর-বীর-ধনুর্ধর—
সাত্যকি, বিরাট তথা দ্রুপদ রথীপ্রবর। ৪
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ;
নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, আর কাশীরাজ বীর্য্যবান্। ৫
পরাক্রান্ত যুধামন্যু, উত্তমৌজা বীর্য্যধর ;
সুভদ্রা-দ্রৌপদী-সুত সকলেই রথীশ্বর। ৬
মম পক্ষে যাঁরা সেনানায়ক প্রধান,
তাও বলি দ্বিজোত্তম ! কর অবধান। ৭
আপনিও ভীষ্ম, আর কর্ণ-কৃপ যুদ্ধজেতা,
অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ প্রভৃতি তথা। ৮
মদর্থে মরণাকাঙ্ক্ষী আরো অন্য বহুবীর,—
নানা শস্ত্রধারী তারা—সবেই সমর-ধীর। ৯
অপর্য্যাপ্ত আমাদের ভীষ্মাভিরক্ষিত বল।
পর্য্যাপ্ত ভীম-রক্ষিত ওদেরও সৈন্যদল। ১০
ব্যূহদ্বারে আপনারা রহি স্ব স্ব ভাগে।
সকলেই ভীষ্মকেই রক্ষিবেন আগে।" ১১
উল্লাসিয়া তাঁরে, বীর কুরুবৃদ্ধ পিতামহ।
করিলেন শঙ্খনাদ উচ্চ সিংহনাদসহ॥ ১২

অনন্তর শঙ্খ-শৃঙ্গ-ঢোল-ঢক্কা-তুরী-ভেরী,
সহসা উঠিল বাজি তুমুল নিনাদ করি। ১৩
শ্বেতাশ্ব-সংযুত মহারথে মাধব-পাণ্ডব,—
করিলেন অনন্তর দুটী দিব্য শঙ্খ-রব। ১৪
'পাঞ্চজন্য' কৃষ্ণ, পার্থ 'দেবদত্ত' নিলা;
ভীমকর্ম্মা ভীম 'পৌণ্ড্র' শঙ্খ নিনাদিলা। ১৫
তবে রাজা যুধিষ্ঠির—কুন্তীর নন্দন,—
'অনন্ত বিজয়' শঙ্খ করিলা বাদন।
'সুঘোষ' ও 'মণিপুষ্প' দুই শঙ্খ লয়ে,
নকুল ও সহদেব ধ্বনিলা উভয়ে। ১৬
ধনুর্দ্ধর কাশীশ্বর, শিখণ্ডী সমর-ধীর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও অজিত সাত্যকী বীর॥ ১৭
দ্রুপদ, দ্রৌপদী-সুত মহাবাহু সুভদ্রা-নন্দন,
সবেই স্বতন্ত্র শঙ্খ শব্দিত করিলা হে রাজন্!১৮
ধ্বনিয়া ধরণী-ব্যোম তুমুল সে ধ্বনি,—
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-হৃদি ভেদিল অমনি! ১৯
রণে ব্যবস্থিত হেরি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
কপিধ্বজ রথারোহী পাণ্ডুর নন্দন,
শস্ত্রপাতোদ্যম-ভরে, ধনুক ধরিয়া করে,
হে নরেশ! হৃষীকেশে কহিলা তখন। ২০

অর্জ্জুন।

"উভয় সেনার মধ্যগত,—
হে অচ্যুত! রাখ মম রথ। ২১
যাবৎ নিরখি আমি,. কারা হেতা যুদ্ধকামী?—
মম সঙ্গে রণ-রঙ্গে কারা অগ্রসর? ২২
সমরের সাধে সাজি, কারা বা এসেছে আজি?—
দুষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রদের প্রিয়ব্রত-ধর!" ২৩

সঞ্জয়।

হে ভারত! গুড়াকেশ-বাক্যে হৃষীকেশ,
দুই সৈন্য মাঝে করি রথ সন্নিবেশ,
ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখেতে, সর্ব্বভূপ-সম্মুখেতে,
কহিলেন "দেখ ধনঞ্জয়!
সমবেত কৌরব-নিচয়!" ২৫
তবে পার্থ রণস্থলে, দেখিলা দু সৈন্যদলে,
পিতামহ, পিতৃব্য, আচার্য্য, মাতুলাদি;
পুত্র, পৌত্র, ভাই, বন্ধু, শ্বশুর প্রভৃতি। ২৬
হেরি পার্থ সমবেত সমস্ত স্বজন,
দয়াকৃষ্ট-দুঃখাবিষ্ট, কহিলা তখন। ২৭

অর্জ্জুন ॥

"হেরি এ স্বজনগণ সজ্জিত সমরোৎসুক,
হে কৃষ্ণ! অবশ অঙ্গ—বিশুষ্ক হতেছে মুখ! ২৮
শরীরে কম্পন মম, হতেছে রোমহর্ষণ!
হস্ত হতে গাণ্ডীব পড়িছে খসি; আর—
দাহে যেন দেহচর্ম্ম দহিছে আমার! ২৯
আর যে থাকিতে স্থির পারি না কেশব!
ঘূর্ণিত হতেছে মন, করিতেছি দরশন,
বিপরীত নিমিত্ত সে সব!। ৩০
সমরে স্বজন-বধে শুভ না দেখিতে পাই;
জয়শ্রী-রাজত্ব-সুখ, কৃষ্ণ! আমি নাহি চাই।৩১
হে গোবিন্দ! রাজ্যধনে ভোগে বা দীর্ঘজীবনে,
কি মোদের হবে ফলোদ্ভব?
রাজ্য-ভোগ-সুখরাশি, অধিকারে অভিলাষী,
যাদেরি কারণে মোরা সব, ৩২
এই ত তারাই সাজি, ধন প্রাণ দিতে আজি,
সমাগত আসন্ন সমরে সর্ব্বজন।
এই সে পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, গুরুগণ!৩৩
মাতুল-শ্বশুরগণ, শ্যালক-সম্বন্ধী-জন,
পৌত্র আদি এ সব স্বজন,—

নিজে যদি মরি, তবু— এ সবে মারিতে কভু,
নাহি চাহি হে মধুসূদন ! ৩৪
বধুন এঁরা আমায়, তথাপি এঁদিকে (হায় !)
আমি না বধিতে চাই, হে মধুসূদন !
কি তুচ্ছ এ পৃথিবী !—ত্রিলোক-রাজ্য আশে,—
কি সুখ হে জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্র-নাশে ? ৩৫
এই আততায়িগণে বধিলে পাতক হবে ;
তাই না নাশিতে চাই ধার্ত্তরাষ্ট্রে সবান্ধবে।
কি সুখী হব মাধব ! বান্ধব বধি আহবে ? ৩৬
যদিও ইঁহারা এবে লোভে হয়ে হতজ্ঞান,
কুলক্ষয় – মিত্রদ্রোহে পাপ না দেখিতে পান৩৭
জেনে শুনে দেখে মোরা কুলক্ষয় পাপ হেন,
জনার্দ্দন ! তাহে ক্ষান্ত জ্ঞানতঃ না হব কেন ?৩৮
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম হয় হত !
ধর্ম্মনাশে হয় কুল অধর্ম্মেতে অভিভূত। ৩৯
কুলস্ত্রী অধর্ম্ম-বশে দুষ্টা হয় হে কেশব !
দুষ্টাস্ত্রী হইতে বর্ণ-সঙ্করের সমুদ্ভব। ৪০
কুলঘ্নগণের, আর— কুলের নরকাগার—
নিবাস-নিমিত্ত হয় সঙ্কর নিচয়।
প্রলুপ্ত পিণ্ড-তর্পণ— ইহাদের পিতৃগণ—
নিশ্চয় পতিত হয় হায় ! ৪১

কুলঘ্নগণের এই সঙ্কর-করণ-দোষে,
সনাতন জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-মূল নাশে। ৪২
জনার্দ্দন! মানবের কুলধর্ম্ম হলে লয়,
শুনেছি নিয়ত নাকি নরকে নিবাস হয়। ৪৩
এ কি মহাপাপ মোরা করিতে বসেছি হায়!
রাজ্য-সুখ-লোভে ব্রতী বন্ধুবধ-ব্যবসায়! ৪৪
প্রতিহিংসা প্রতিহত অশস্ত্র আমারে হত
করে যদি সশস্ত্র এ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
তাহাও মানিব মম মঙ্গল কারণ!"

সঞ্জয়।

এতবলি ধনুর্ব্বাণ বিসর্জ্জিয়া রণাঙ্গনে,
শোকার্ত্ত হইয়া পার্থ রহিলেন রথাসনে। ৪৬

(ইতি অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ)।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয়।

অশ্রু-সমাকুল আকুল লোচন,
করুণা-মগন, বিষাদিত মন,
অর্জ্জুন-সদন শ্রীমধুসূদন,
এরূপে তখন, বলিলা বচন। ১

শ্রীভগবান্।

"হেন সঙ্কটেতে, এল কোথা হতে,
অর্জ্জুন! তোমাতে কহ,
অনার্য্য-সেবিত, অধর্ম্ম অন্বিত,
অকীর্ত্তিকর এ মোহ? ২
ক্লীবত্ব পেওনা পার্থ! নহে যোগ্য তব।
ত্যজি তুচ্ছ চিত্ত-দৈন্য উঠ পরন্তপ!" ৩

অর্জ্জুন।

"হে অরিসূদন! পূজ্য ভীষ্ম-দ্রোণসনে,
বাণে বাণে কেমনে যুঝিব হরি! রণে? ৪
মহা আত্মা-গুরুগণে না বধিয়া এ ভুবনে—
ভিক্ষান্ন ভোজন (ও) শ্রেয়ঃ হয়।

বাধ ইথে গুরুলোক, রক্তমাখা রাজ্য
ভুঞ্জিতে হইবে নাকি হায়! ৫
জেতা বা বিজিত হই, বুঝি না যে এই দুই,
এর মধ্যে কিংবা গরীয়ান্।
যাদিগে বধিয়া প্রাণে, বাঁচিতে না চাই প্রাণে,
সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই বিদ্যমান। ৬
মোহ-জন্য দৈন্যদোষে দূষিত স্বভাব-বশে,
ধর্ম্ম-মূঢ়-চিত্ত আমি সুধাই তোমায়;
যাতে মম সুমঙ্গল, নিশ্চয় করিয়া বল,
আমি হে আশ্রিত শিষ্য, শিখাও আমায়। ৭
নির্বৈর-রাজ্য-সম্পদ, কিংবা সে ইন্দ্রত্ব-পদ,
তাতেও না কিছু হেন হেরি,
ইন্দ্রিয়-শোষণ মোর, এ শোক সন্তাপ ঘোর,
যাহাতে হেরিতে পারে হরি!" ৭

সঞ্জয়।

পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশে হেন কয়ে,
"যুদ্ধ করিব না" গোবিন্দে বলিয়া,
রহিলা নীরব হয়ে। ৯
হে ভারত! তবে কৃষ্ণ উভয় সৈন্যের মাঝে,
হেসে হেসে কন হেন বিষণ্ণ পার্থের কাছে। ১০

শ্রীভগবান্।

প্রকৃত গীতারম্ভ।

"অশোচ্যকে করহ শোক কথা কহ বিজ্ঞপ্রায়।
মৃত বা জীবিত জন্য পণ্ডিতে না শোক পায়।১১
ছিলাম না তুমি, আমি, আর এই রাজগণ,
অথবা রব না পরে, কথনো নহে এমন। ১২
কৌমার-যৌবন জরা যথা এ দেহীর দেহে,
দেহান্তর-প্রাপ্তি তথা; জ্ঞানী তাহে মুগ্ধ নহে।১৩
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি আর ইন্দ্রিয়-বিষয়,
সংযোগেতে শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ হয়।
উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্য কেবল;
হে ভারত! তিতিক্ষায় সহ সে সকল। ১৪

হে পুরুষবর!—

সম-সুখ-দুঃখ ধীর-যে পুরুষে এই সবে,
না করে ব্যথিত-চিত্ত অমৃতত্ব সেই লভে। ১৫
নাহি অনিত্যের সত্তা, অসত্তা নিত্যের;
দেখেছেন তত্ত্বজ্ঞানী অন্ত উভয়ের। ১৬
অখিল ব্যাপিয়া যিনি, অবিনাশী যেন তাঁরে।
সে অব্যয়ে বিনাশিতে কেহ কভু নাহি পারে।

অনাশ্য-অমেয় নিত্য দেহীর এ দেহ যত,
অন্তশীল ; অতএব যুদ্ধ কর হে ভারত ! ১৮
যে ইঁহারে "হন্তা" ভাবে, যেবা ভাবে "হত",
উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপতঃ।
না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত ॥ ১৯

জাত ইনি নাহি হন, মৃতও কদাপি নন,
উৎপন্ন ইহার নাহি পুনরুৎপাদন।
কভু না জন্মেন ইনি, কভু না মরেন ইনি,
উৎপন্ন হইয়া ইনি না হন উৎপন্ন পুনঃ।
জন্মহীন-নিত্য ইনি, শাশ্বত-পুরাণ ইনি ;
দেহের মরণে এঁর না হয় মরণ কোন। ২০
অজন্ম-অক্ষয় হন, নিত্য সত্য পুরাতন,
দেহের মরণে এঁর না হয় মরণ। ২০

নিত্য, অজ, অব্যয় ও অবিনাশী রূপে,
যে এঁকে জানেন পার্থ ! যথার্থ স্বরূপে,
কিরূপে কাহাকে তিনি করান হনন ?
আপনি কার বা তিনি হত্যাকারী হন ? ২১

যথা জীর্ণবস্ত্র-ভার, করি'নর পরিহার,
পরে নব বসন অপর,

জীর্ণদেহ ততঃপ্রায় দেহী পরিত্যজি যায়,
পুনঃ প্রাপ্ত নব কলেবর। ২২
শস্ত্র সংছেদিতে নারে, অগ্নি না পোড়াতে পারে,
জল এঁরে ভিজাতে অক্ষম।
সমীরণ নহে এঁর শোষণে সক্ষম। ২৩
অচ্ছেদ্য-অদাহ্য ইনি—অক্লেদ্য-অশোষ্য হন।
নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন। ২৪
অবিকারী- অব্যক্ত-অচিন্ত্য-উক্ত ইনি।
করোনা অনুশোচনা এঁকে হেন জানি। ২৫
যদি এঁকে নিত্য-জাত—নিত্য-মৃত মনে কর,
তবু তাহে মহাবাহু! শোক না করিতে পার।
জাতের নিশ্চিত মৃত্যু, মৃতের জন্ম নিশ্চিত।
অতএব অনিবার্য্যে শোক তব অনুচিত। ২৭
আদিতে অব্যক্তভূত, মধ্যে মাত্র ব্যক্ত ভাব;
অন্তেও অব্যক্ত পুনঃ, তাতে কি শোক-বিলাপ? ২৮
কেহ এঁকে দেখে যেন আশ্চর্য্য-দর্শন!
আশ্চর্য্য স্বরূপ এঁকে কহে কোন জন।
অপরে আশ্চর্য্যবৎ শুনে বা ইঁহারে।
শুনিয়াও কেহ এরে জানিতে না পারে। ২৯
হে ভারত! অবধ্য এ দেহী নিত্য সর্ব্বদেহে।

সর্ব্বভূত তরে তাই মজিও না শোক-মোহে। ৩০
স্বধর্ম্মেও চাহি কর চলচ্চিত্ত পরিহার।
ধর্ম্মযুদ্ধসম শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর॥ ৩১
যদৃচ্ছা যুটেছে যুদ্ধ মুক্ত-স্বর্গদ্বার-প্রায়!
সুখী ক্ষত্র তারা পার্থ! যারা হেন রণ পায়॥ ৩২
আর যদি ক্ষান্ত রও এ ধর্ম্ম-আহবে,
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিত্যাগ-পাপভাগী হবে। ৩৩
আর তব অক্ষয় অকীর্ত্তি কবে লোক;
মানীর মরণাধিক অকীর্ত্তি দুর্ভোগ। ৩৪
মহারথগণ হেন করিবেন মনে,
ভয়ে ভীত হয়ে তুমি বিমুখিলে রণে।
যাদের নিকটে তুমি ছিলে গৌরবিত,
তাদেরি নিকটে পাবে লাঘব নিশ্চিত। ৩৫
অহিতার্থিগণ নিন্দি সামর্থ্য তোমার,
অনেক অবাচ্য উক্তি করিবে উদ্গার!
তদপেক্ষা দুঃখকর কিবা আছে আর? ৩৬
মরিলে লভিবে স্বর্গ, জিতিলে ভুঞ্জিবে ধরা;
সমরে কৃত-নিশ্চিত হয়ে পার্থ! উঠ ত্বরা। ৩৭
সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয়ে সমভাব,—
ভেবে হও রণে রত; তাহাতে হবে না পাপ। ৩৮

জ্ঞানযোগে এই তত্ত্ব জ্ঞাপিনু তোমায়।
কর্ম্মযোগে কহি পুনঃ শুন ধনঞ্জয়!
বুদ্ধিযোগে প্রবুদ্ধিত হও যদি তায়,
কর্ম্মবন্ধ হতে মুক্ত হইবে হেলায়। ৩৯
এই যোগে প্রারম্ভের নাহি নিষ্ফলতা;
নাহি প্রত্যবায়-ভয়, যদিও অত্যল্প হয়,
এ ধর্ম্ম (নিষ্কামকর্ম্ম) মহাভয়-ত্রাতা। ৪০
একনিষ্ঠাবতী বুদ্ধি রয় এতে একাকিনী।
কিন্তু পার্থ! কামী যারা, অনেক নিষ্ঠ যে তারা,
অনন্তা তাদের বুদ্ধি বহুশাখা-বিবর্দ্ধিনী। ৪১
হে পার্থ! বেদার্থ-বাদ-মোহ-মুগ্ধগণ—
আপাত-পুষ্পিত এই বাক্য-বিমোহন—
বলে "আহা! এ প্রকার
কিছুই যে নাহি আর!" ৪২
কামসেবী স্বর্গলোভী যারা,—
জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্য-হেতুভূত,
বহুবিধ ক্রিয়া-যুত এই বাক্যে তারা—৪৩
অপহৃত চিত্ত হয়, বিলাসে ব্যসক্ত রয়,
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাহাদের হায়!
সমাধির-সামর্থ্য না পায়। ৪৪

সকাম-ত্রৈগুণ্যে বেদ (কর্ম্মফলময়,)
নিস্ত্রৈগুণ্যে (নিষ্কাম) হও হে ধনঞ্জয় !
সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বহীন, হও নিত্য সত্ত্বাসীন,
অপ্রাপ্ত-প্রাপণে আর প্রাপ্তের পালনে।
ত্যজ স্বার্থ, মজ পার্থ ! আত্মসম্মিলনে। ৪৫

যথা ক্ষুদ্র জলাশয়, যতটুকু জল লয়,
সর্ব্বব্যাপী বন্যায় তা রয়।
তথা এক ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারে প্রদান
সর্ব্ববেদ-ফল সুনিশ্চয়। ৪৬

কর্ম্মে অধিকার তব, ফলে নহে কদাচিত !
ত্যজিবে কর্ম্মের ফল, কর্ম্মত্যাগ অবিহিত ॥৪৭

যোগস্থ হইয়া, সঙ্গ তেয়াগিয়া,
'সিদ্ধি' ও 'অসিদ্ধি' দুয়ে—
জানি সম স্বার্থ, কর্ম্ম কর পার্থ !
সমত্বকে 'যোগ' বহে। ৪৮

বুদ্ধি-যোগ হতে কর্ম্ম হেয় অতি ধনঞ্জয় !
ফলার্থী কৃপার পাত্র, কর বুদ্ধি-যোগাশ্রয়। ৪৯.

ঐহিকের সুকৃতি-দুষ্কৃতি,
দুয়ে তুল্য জ্ঞানীর বিরতি ;

যোগার্থে যুদ্ধার্থী তাই হও;
সুকৌশল কর্ম্মযোগ লও। ৫০

বুদ্ধিযোগে কর্ম্মফল ত্যজি জ্ঞানিগণ,
জন্ম-বন্ধ ছেদি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ৫১
যবে তব বুদ্ধি মোহ-দুর্গ তেয়াগিবে,
শ্রুত ও শ্রোতব্যে তবে বৈরাগ্য জন্মিবে। ৫২
শ্রুতি-সুনিশ্চিত বুদ্ধি হইলে নিশ্চল,
অচল সমাধি-বলে পাবে যোগ-ফল। ৫৩

অর্জ্জুন।

সমাধিতে স্থিতপ্রজ্ঞ হন যেই জন,
হে কেশব! হয় কিবা তাহার লক্ষণ?
কি বাক্য কহেন সেই স্থিতবুদ্ধিজন?
কিরূপ তাঁহার স্থিতি গতি বা কেমন? ৫৪

শ্রীভগবান্।

সমস্ত কামনা-স্বার্থ করি পার্থ! পরিহার,
নিজাত্মায় নিজে তুষ্ট, "স্থিতপ্রজ্ঞ" আখ্যা তার। ৫৫
দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-চিত, সুখে স্পৃহা বিরহিত,
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ যেই,
স্থিতবুদ্ধি মুনিই ত সেই। ৫৬

সর্ব্বত্র বিরাগী যেবা, শুভাশুভে নাহি যার—
হর্ষ বা বিমর্ষ ভাব, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তার। ৫৭
কূর্ম্ম-অঙ্গ সম পারে করিবারে সংযমিত—
যে জন ইন্দ্রিয়গণ প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত। ৫৮

বিষয়-অসেবী দেহাভিমানীর—
বিষয়ানুভব নিবৃত্ত হয়;
ক্ষয় কিন্তু নয় বিষয়াসক্তির;
পরমে হেরিলে পায় সে লয়। ৫৯

কৌন্তেয়! মুমুক্ষু জ্ঞানী পুরুষের (ও) মন
প্রবল-ইন্দ্রিয় করে সবলে হরণ। ৬০
সে সবে সংযমি, যোগে আমারে যে করে সার,
ইন্দ্রিয়-স্ববশে যার, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তার। ৬১
বিষয়ের ধ্যানে হয় আসক্তি উদ্বোধ;
আসক্তি হইতে কাম, কাম হতে ক্রোধ। ৬২
ক্রোধে হয় সংমোহ, সংমোহে স্মৃতি-ক্ষয়;
স্মৃতিনাশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধি নাশে লয়। ৬৩

আয়ত্ত ইন্দ্রিয়গণ—রাগ-দ্বেষ-হীন:—
হইলে বিষয়-রত, সেই বশীভূত চিত,
পরে হয় শান্তিরস-লীন। ৬৪

আত্ম-প্রসাদেতে হয় সর্ব্বদুঃখ লয় ;
প্রসন্নের প্রজ্ঞা ত্বরা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫

অযোগীর বুদ্ধি নাই, নাই ধ্যান-প্রবণতা,
অধ্যানেতে শান্তি নাই, অশান্তিতে সুখ কোথা ?৬৬

চঞ্চল ইন্দ্রিয়দল মাঝে যেবা হায় !—
যার আনুগত্য করে, সেই তার প্রজ্ঞা হরে ;
পবন পাবনী যথা পাথারে ডুবায়। ৬৭

বিষয়ে ইন্দ্রিয় সর্ব্ব নিগৃহীত যার,
ওহে মহাবাহো ! প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তার। ৬৮
সর্ব্বভূত-পক্ষে যাহা নিশাকাল হয়,
যোগরত সংযত জাগ্রত তাহে রয়।
আর যাহে সর্ব্বভূত জাগরিত থাকে,
মুনিগণ পক্ষে কিন্তু নিশা বলে তাকে।৬৯
অচল-প্রতিষ্ঠ-পূর্ণ সমুদ্রে যেরূপ
বর্ষিত হইলে বারি, কোথা মিশে যায় !
যাঁহাতে বাসনাবলী বিলীন সেরূপ,
সেই শান্তি অধিকারী, কামী কিন্তু নয় ! ৭০

সমস্ত কামনা করি বিসর্জ্জন,
নিস্পৃহ সে জন করেন ভ্রমণ ;

মমতাবিহীন অহঙ্কারহীন,
সেই জন সদা শান্তিরস-লীন। ৭১

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা হয়,
ইহা পেলে কেহ আর মোহ-মুগ্ধ নয়।
প্রাণান্ত কালেও এতে রহি প্রতিষ্ঠিত,
পরমব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায় হে নিশ্চিত।৭২

(ইতি সাংখ্য যোগ)



ওঁ

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন।

কর্ম্মযোগ হতে যদি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ,
বল দেখি তবে মোরে পুনঃ এই কর্ম্ম ঘোরে,
কি কারণ জনার্দ্দন! করিছ নিয়োগ ?১
মিশামিশি গোলমেলে (জ্ঞান-কর্ম্ম) কথা বলে,
বুদ্ধি মোর দিলে এলাইয়ে!
খাঁটি কথা হয় যেটি পরিষ্কার বল সেটি
শ্রেয়োলাভ করি যা করিয়ে।২

শ্রীভগবান্।

হে অনঘ! এ সংসারে নিষ্ঠা দুই রূপ;
জ্ঞানযোগে সাংখ্যদের, কর্ম্মযোগে যোগীদের
পূর্ব্বে আমি বলেছি স্বরূপ।৩
আদৌ না করি কর্ম্ম, অমনি নিষ্কাম-ধর্ম্ম,
কোন জন কখনো না পায়।
শুধুই সন্ন্যাসে 'সিদ্ধি' নাহি পাওয়া যায়।৪

কেহই কোন প্রকারে কভু না রহিতে পারে
ক্ষণমাত্র কর্ম্ম পরিহরি।
স্বভাব-সম্ভূত সেই গুণ-ত্রয় সবাকেই
কর্ম্ম যে করায় বাধ্য করি ।৫
কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাকে
ধ্যান যার ইন্দ্রিয় বিষয়,
মূঢ়-আত্মা মিথ্যাচারী তাহাকেই কয় ।৬
অন্তরে ইন্দ্রিয়-গ্রাম করি সংযমিত,
বাহিরেতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, কর্ম্মযোগ সাধয়ে যে,
হে অর্জ্জুন! অনাসক্ত সেই বিশেষিত !৭
অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর হয়।
অতএব নিরন্তর কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর
অকর্ম্মে দেহযাত্রাও নির্ব্বাহিত নয় ।৮
যজ্ঞার্থেই হয় এই কর্ম্ম-প্রয়োজন।
অন্যকর্ম্ম মানবের বন্ধন-কারণ!
অতএব তদর্থেই হইয়া নিষ্কাম,
হে কৌন্তেয়! কর তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান ।৯
যজ্ঞ সহ প্রজাগণ বিধাতা করি সৃজন,
কহিয়াছিলেন পুরাকালে,—

'দিন দিন আত্মোন্নতি, ইষ্টফল-লাভ গতি
তোমাদের হোক্ যজ্ঞফলে। ১০
তোমরা এ যজ্ঞে কর দেবকুল বিবর্দ্ধন;
তোমাদিগে বিবর্দ্ধিত করুন্ দেবতাগণ।
এইরূপে পরস্পর-বিবর্দ্ধন-ফলে,
পরম মঙ্গল লাভ করিবে সকলে।১১
যজ্ঞে হ'য়ে পরিতুষ্ট, তোমাদের ভোগাভীষ্ট
দিবেন সে দেবতা-নিকর।
তাঁদেরি প্রদত্ত যাহা, তাঁদিগে না দিয়ে তাহা
যে ভুঞ্জে, সে নিশ্চয় তস্কর।১২
যজ্ঞ-শেষ-সেবী হন বিমুক্ত সর্ব্বপাতক;
যে রাঁধে আপনি খেতে, সে(খালি)খায় পাতক।
অন্ন হতে ভূতগণ, বৃষ্টি হতে অন্ন হয়!
যজ্ঞ হতে বৃষ্টি, কর্ম্ম হতে যজ্ঞ সমুদয়।১৪
কর্ম্ম জান বেদজাত বেদব্রহ্ম-উদ্ভাবিত।
বিশ্বময় ব্রহ্ম তাই নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫
হেন প্রবর্ত্তিত চক্রে না চলে যে ইহলোকে
পার্থ! সে ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপ প্রাণ বৃথা রাখে।১৬
আত্মাতেই রত যিনি, আত্মাতেই তৃপ্ত আর—
আত্মাতেই পরিতুষ্ট, কার্য্য কিছু নাহি তাঁর।১৭

কর্ম্ম করিলেও তাঁর পুণ্য নাহি তায়
নাহি করিলেও কিছু নাহি প্রত্যবায়।
যেহেতু জগতীতলে সর্ব্বভূত-মাঝে
স্বার্থ সমাশ্রয় তাঁর কিছুই না আছে।১৮
নিষ্কাম-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কর তাই নিরন্তর;
করিতে নিষ্কাম-কর্ম্ম মোক্ষপদ পায় নর।১৯
কর্ম্মেই লভিলা সিদ্ধি জনকাদি সবে।
লোক-শিক্ষা নিমিত্তও কর্ম্ম কর তবে।২০
মহতের অনুকারী সাধারণে হয়।
তৎকৃত সিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয়।২১
আমার কর্ত্তব্য পার্থ! কিছু নাই ত্রিজগতে।
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কোন. কিছুই নাহিক মম
তথাপি প্রবৃত্ত আমি রয়েছি কর্ম্মেতে।২২
সর্ব্বথা না করি কর্ম্ম যদি অনলস আমি,
সর্ব্ব মর্ত্ত্য হয় পার্থ! মম বর্ত্ম-অনুগামী।২৩
কর্ম্ম না করিলে আমি, উৎসন্ন হইবে লোক।
সঙ্কর সৃজিব, দিব প্রজায় কলঙ্ক ভোগ।২৪
হে ভারত। কর্ম্মরত আসক্ত অজ্ঞানী যথা।
লোক হিতে হইবেন অনাসক্ত জ্ঞানী তথা।২৫

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদের বুদ্ধি-ভেদ না করিবে।
নিজে কর্ম্ম করি জ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্মে নিয়োজিবে ।২৬
কর্ম্ম সব কৃত হয় সর্ব্বথা প্রকৃতি-গুণে।
অহঙ্কারী-মূঢ়আত্মা "আমি কর্ত্তা" ভাবে মনে।২৭
মহাবাহো ! গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের মর্ম্ম বুঝে,
'ইন্দ্রিয়ই ভোক্তা' যেনে জ্ঞানী না মায়ায় মজে২৮
প্রকৃতির গুণে মূঢ়-যারা গুণ-কর্ম্মে রত,
সর্ব্বজ্ঞ সে অজ্ঞগণে করিবেনা বিচালিত। ২৯
আমাতে সমস্ত কর্ম্ম করি সমর্পণ,
অধ্যাত্ম-চৈতন্য লয়ে, নিষ্কাম নির্ম্মম হয়ে,
শোক-তাপ বিসর্জ্জিয়ে কর তুমি রণ ।৩০
শ্রদ্ধাবান্—সাধুদৃষ্টিমান্—
হয়ে. যারা করে অনুষ্ঠান,
অনুদিন আমার এ মতে,
তাহারও তরে কর্ম্ম হতে।৩১
না চলে আমার মতে যাহারা অসূয়ান্বিত,
জেনো তারা সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় বিকৃত-চিত।৩২
জ্ঞানীও চলেন নিজ প্রকৃতি প্রকার,
সমস্ত ভৌতিক প্রাণী প্রকৃতির অনুগামী
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ তবে করিবে কি আর ?৩৩

বিষয়েতে ইন্দ্রিয়ের দ্বেষ বা আসক্তি ঘটে ;
এ দুই(ই)ত্যজিবে, এরা এ পক্ষে বিপক্ষ বটে।৩৪
সুষ্ঠু পরধর্ম্ম হ'তে বিগুণ স্বধর্ম্ম শ্রেয়।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম্ম ভয়াবহ।৩৫

অর্জ্জুন।

হে বার্ষ্ণেয়! অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপাচারে,
সবলে কে পুরুষেরে নিয়োজিত করে?৩৬

শ্রীভগবান্।

এই কাম-এই ক্রোধ রজোগুণ-সমুদ্ভূত।
জেনো এতে শত্রু এরা-সুদুষ্পূর(সেব্য)-সমুদ্ধত।৩৭
ধূমে যথা হুতাশন, মলে যথা দরপণ,
গর্ভ যথা জরায়ু-আবৃত,
জ্ঞান তথা এতে আচ্ছাদিত।৩৮
জ্ঞানীর এ চিরশত্রু দুঃসেব্য কামনানল।
হে কৌন্তেয়! সদা যাহে সমাচ্ছন্ন জ্ঞানবল।৩৯
মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে বলে এর অধিষ্ঠান।
দেহীকে বিমুগ্ধ করে ইহাতে আবরি জ্ঞান।৪০
তাই হে ভরতর্ষভ! প্রথমেই করি,
সংযমিত ইন্দ্রিয়-নিচয়,

জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়েরি অরি
পাপরূপী কামে কর জয় ॥৪১
ইন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলে, ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ [illegible]
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হ'তে সে পরম ॥৪২
মহাবাহো ! এই মতে, আত্মাকেই বুদ্ধি হ'তে,
শ্রেষ্ঠতর জানিয়া নিশ্চয়।
আত্মযোগে আত্মাকেই, নিশ্চল করিয়া এই—
কর ক্রূর, কাম-শত্রু জয়।৪৩

(ইতি কর্ম্মযোগ)



চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

এ অব্যয়-যোগ আমি সূর্য্যে বলেছিনু ;
সূর্য্য কন মনু স্থানে, ইক্ষ্বাকুকে মনু।১
পরম্পরা পেয়ে ইহা জানিলা রাজর্ষি সব ;
কালে এই মহাযোগ নষ্ট হ'ল পরন্তপ।২
মম ভক্ত সখা তুমি, তাই কহিলাম আমি
অদ্য সেই যোগ পুরাতন্।
যেহেতু এ গূঢ় তত্ত্ব নিশ্চিত উত্তম।৩

অর্জ্জুন।

পূর্ব্বেই সূর্য্যের জন্ম, তব জন্ম অবশেষে ;
তবে অগ্রে সূর্য্যে ইহা বলেছ, তা বুঝি কিসে?৪

শ্রীভগবান্।

তোমার আমার ভবে বহু জন্ম হ'ল গত,
ওহে পরন্তপ!
কিন্তু হে অর্জ্জুন! তাহা তুমি জান না ত,
আমি জানি সব।৫

অজন্ম অক্ষয় আমি, প্রাণী সমূহের স্বামী ;
তবু স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি,
নিজ মায়াবশে আমি নিজ জন্ম ধরি।৬
যখন যখন হয় অধর্ম্মের অভ্যুদয়,
হে ভারত! হয় ধর্ম্ম হানি।
তখন তখন এই আপনার আত্মাতেই
আপনাকে সৃষ্টি করি আমি।৭
সাধুগণে উদ্ধারিতে, দুষ্কৃতিরে বিনাশিতে
করিতে ধর্ম্মের সংস্থাপন,
যুগে যুগে করি আমি জনম-গ্রহণ।৮
জন্ম-কর্ম্ম দিব্য মম, তত্ত্বজ্ঞানে জানে যেই,
পুনর্জ্জন্ম নাহি তার ; পার্থ! মোরে পায় সেই।৯
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ, মন্ময় ও সমাশ্রিত।
বহু জ্ঞান-তপে হয় পূত মদ্ভাব-ভাবিত।১০
যে আমাকে চাহে যথা, তাকে তথা তোষি আমি।
হে পার্থ! সর্ব্বথা মর্ত্ত্য মমবর্ত্ম-অনুগামী।১১
পূজে দেবগণে পার্থ! কর্ম্ম-স্বার্থ-কামী যত।
শীঘ্রলোকে পরলোকে সিদ্ধি লভে কর্ম্ম-জাত।১২
সৃজিয়াছি চারিবর্ণ গুণকর্ম্ম-অনুসারে।
তৎকর্ত্তা হ'লেও যেন অকর্ত্তা অব্যয় মোরে।১৩

(নহি কর্ম্মে লিপ্ত আমি, নাহি কর্ম্ম-ফলে আশ)।
না আমি কর্ম্মেতে লিপ্ত, না মম তৎফলে আশ।
যে জানে আমারে হেন, বিমুক্ত সে কর্ম্ম-পাশ।১৪

ইহা জেনে পূর্ব্বে কর্ম্ম করিলা মুমুক্ষুগণ।
তথা কর্ম্ম কর, যথা পূর্ব্বে কৈলা পূর্ব্বজন।১৫

কিবা কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, বিদগ্ধও (বিবেকীও) মুগ্ধ তায়।
কর্ম্ম-কথা কহি, যাহা জানিলে অশুভ যায়।১৬

কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম যাহা, জ্ঞাতব্য এতদুভয়।
অকর্ম্মও জ্ঞেয়, কর্ম্ম-গতিই দুর্জ্জ্ঞেয় হয়॥১৭

কর্ম্মেতে অকর্ম্ম, অকর্ম্মেতে কর্ম্ম,
যে দেখে সে বুদ্ধিমান্।
মনুষ্য-মণ্ডলে, সেই যোগ-বলে
সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃতবান্॥১৮

কর্ম্মের সূচনা যার কাম-সংকল্পিত নয়।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাকে জ্ঞানীরা পণ্ডিত কয়।১৯

নিত্যতৃপ্ত-নিরাশ্রিত কর্ম্মফল-ত্যাগী যে,
কর্ম্মে রত হইলেও কিছুই না করে সে ২০

আশা-শূন্য সংযমিত যে করেছে আত্মচিত্ত,
আর সব পরিগ্রহহীন।

মাত্র দেহ-যাত্রা তরে, কেবল সে কর্ম্ম করে,
তাহে সে ত নহে পাপাধীন ।২১
যদৃচ্ছা-লাভে যে প্রীত দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর।
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম, কর্ম্মে সে অবদ্ধ নর ।২২
অনাসক্ত মোহ-মুক্ত জ্ঞানযুক্ত চিত্ত যার,
যজ্ঞার্থ যে করে কর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় তার ।২৩
যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম আর ঘৃত ব্রহ্ম হয়।
ব্রহ্মানলে ব্রহ্ম-কৃত হোম ব্রহ্মময়।
(সমস্তেই ব্রহ্মজ্ঞান যার উপজয়),
ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিতে ব্রহ্মে তার লয়।২৪
করেন অন্যান্য যোগী দৈবযজ্ঞ অনুষ্ঠান।
কেহবা করেন যজ্ঞ ব্রহ্মানলে সমাধান ॥২৫
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়াহুতি কেহ দেয় সংযম-আগুণে।
শব্দাদি বিষয়াহুতি অর্পে অন্যে ইন্দ্রিয়-দহনে ॥২৬
কেহ জ্ঞান-দীপ্ত আত্ম-সংযমন-যোগাগ্নিতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-কর্ম্ম দান করে আহুতিতে ।২৭
কেহ দ্রব্য যজ্ঞ করে, তপোযজ্ঞ কেহ ধরে
যোগ-যজ্ঞে কারো অধিকার।
অপর সুদৃঢ়-ব্রত, যতিগণ-অনুষ্ঠিত,
বেদার্থ-বোধের যজ্ঞসার। ২৮

অপানেতে প্রাণ, প্রাণেতে অপান,
কেহবা আহুতি দেয়।
প্রাণাপান ক্রিয়া, নিরুদ্ধ করিয়া
প্রাণায়াম-পর হয়।
কেহবা ইন্দ্রিয়বৃত্তি করিয়া সংযম,
সমস্ত প্রাণের করে প্রাণেতেই হোম। ২৯

যজ্ঞ-বলে পাপ-মুক্ত, যজ্ঞ শেষামৃত-ভুক্ত
হ'য়ে এই যজ্ঞবিদ্‌গণ—
পায় পরব্রহ্ম সনাতন। ৩০

হেকরুসত্তম! যজ্ঞ অনুষ্ঠান নাহি যার,
ইহ লোক(ই) নাহি তার, পরলোক কোথা আর?৩১

বহুবিধ যজ্ঞ হেন ব্রহ্ম-মুখে ব্যক্ত।
সে সবে কর্ম্মজ জেনে হও মোহ-মুক্ত।৩২
দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান-যজ্ঞ গরীয়ান্।
যেহেতু জ্ঞানেই পার্থ! সর্ব্বকর্ম্ম সমাধান।২৩
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবায় লভ সে জ্ঞান।
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমা করিবেন শিক্ষাদান।৩৪
যে জ্ঞানেতে মোহ আর না হবে পাণ্ডব! তব।
আত্মাতে—আমাতে তুমি নিরখিবে ভূত সব॥৩৫

সর্ব্বপাপী হ'তে যদি হও তুমি পাপাধার,
জ্ঞানের তরীতে তবু তরিবে পাপ-পাথার ;৩৬
জলদাগ্নি কাষ্ঠরাশি যথা ভস্ম করে,
অর্জ্জুন ! জ্ঞানাগ্নি তথা সর্ব্বকর্ম্ম হরে। ৩৭
জ্ঞান-তুল্য পবিত্র না আছে আর কিছু ভবে।
যোগ-সিদ্ধ আপনিই কালে তা আত্মায় লভে।৩৮
শ্রদ্ধালু, তৎপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় লভে জ্ঞান।
লভি জ্ঞান, লভে তূর্ণ সেই পূর্ণ শান্তিধাম।৩৯
অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়াত্মা পায় নাশ।
ইহলোকে-পরলোকে নাহি তার সুখ-আশ ॥৪০
যোগে যার কর্ম্ম নস্ত, সংশয় সংছিন্ন জ্ঞানে।
ধনঞ্জয় ! কর্ম্ম কভু বাঁধে না সে আত্মবানে ॥৪১
তাই হৃদয়ের সংশয়ের ফের
অজ্ঞান-সম্ভূত যত,—
কর্ম্ম যোগ-ভরে, জ্ঞান-অসি ধ'রে,
কাট হে, উঠ ভারত ! ৪২

(ইতি জ্ঞান-কর্ম্ম-বিভাগ যোগ)

পঞ্চম অধ্যায়।

(অর্জ্জুন)।

কহিয়া কর্ম্ম বিয়োগ,   পুনরায় কর্ম্ম যোগ
হে কৃষ্ণ ! করিছ উপদেশ।
এ দুয়ের অন্যতর   যেটী মম শ্রেয়স্কর
কহ সেটী করিয়া নির্দ্দেশ ! ১

(শ্রীভগবান)।

কর্ম্মের বিয়োগ-যোগ দুই(ই) শ্রেয়স্কর।
তন্মধ্যে বিয়োগ হ'তে যোগ(ই) শ্রেষ্ঠতর ॥২
জে'ন সে নিত্যসন্ন্যাসী-দ্বেষাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত।
নির্দ্বন্দ্ব সে মহাবাহো! সুখে বন্ধ-বিমোচিত ॥৩

জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগে,   ভিন্ন বলে অজ্ঞ লোকে,
কিন্তু নাহি পণ্ডিতেরা বলে।
এ দুটীর যে কোনটী,   সম্যক্ সাধিলে সেটী
একেতে দুয়েরি ফল ফলে ।৪

সাংখ্যেরা যেস্থান লভে, যোগীরাও লভে সেটী।
অভিন্ন সাংখ্য ও যোগ, যে দেখে সে দেখে খাঁটী ।৫

যোগ ভিন্ন মহাবাহো ! সন্ন্যাস দুষ্কর অতি।
যোগযুক্ত মুনি লভে অচিরেই ব্রহ্ম-গতি ॥৬
বিশুদ্ধাত্মা-বিজিতাত্মা যোগী জিতেন্দ্রিয় যিনি,
সর্ব্বাত্মায় আত্মবোধ, কর্ম্মে বদ্ধ নন তিনি ॥৭
"কিছুই না করি আমি" . যোগ-যুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী
এই বুঝে সার—
দর্শন, স্পার্শন, শ্রুতি, আঘ্রাণ, ভোজন, গতি,
শ্বাস-নিদ্রা আর—৮
উন্মেষ, নিমেষ, ত্যাগ, কথন, গ্রহণ,
ইন্দ্রিয়েরি স্বার্থ ভোগ, ইত্যবধারণ ॥৯
যে করে নিষ্কাম-কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পিয়া ফল,
না হয় সে পাপে লিপ্ত, জলে যথা পদ্মদল।১০
কেবল ইন্দ্রিয় আর দিয়ে দেহ-বুদ্ধি-মন,
আত্ম-শুদ্ধি হেতু-কর্ম্মী যোগী অনাসক্ত হন।১১
কর্ম্মফল-ত্যাগী যোগী নৈষ্ঠিকী শান্তিই পায়।
ফলাসক্ত অযুক্ত যে, অমুক্ত সে কামনায়।১২
মনে সর্ব্ব কর্ম্ম ন্যাস বশী সুখে সমাচরে।
নবদ্বার-পুরে দেহী না করায় নাহি করে॥ ১৩
লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, আর কর্ম্ম-ফল,
প্রভু-সৃষ্ট নয়, হয় স্বভাবে কেবল।১৪

না করেন প্রভু কারো পাপ-পুণ্য আহরণ।
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান, তাহে মুগ্ধ জীবগণ।১৫
সে অজ্ঞান যাহাদের আত্মজ্ঞানে বিনাশিত।
তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান সূর্য্যসম বিকাশিত ॥১৬
তদ্বুদ্ধি, তদাত্মাবিষ্ট, তন্নিষ্ঠ তৎপরায়ণ।
জ্ঞান-প্রক্ষালিত-পাপ, করে লাভ মুক্তিধন।১৭
কি বিদ্যা-বিনীত-বিপ্র, কিবা হস্তী, কি গোধন,
কি কুক্কুর, কি চণ্ডাল, তুল্য দেখে জ্ঞানিগণ।১৮
সাম্য স্থিত চিত্ত যারা, সংসারে সংসার-জিত !
সাম্যেতে নির্দ্দোষ-ব্রহ্ম, তাই তারা ব্রহ্মেস্থিত।১৯
প্রিয় পেয়ে সুখী নহে, অপ্রিয়েও অদুঃখিত।
স্থিরবুদ্ধি, মোহ-মুক্ত, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মেস্থিত ॥২০
বাহ্যেন্দ্রিয়ে অনাসক্ত লভে সুখ নিজাত্মায়।
ব্রহ্মেতে যুক্তাত্মা হ'য়ে, অনন্ত আনন্দ পায় ॥২১
কৌন্তেয় ! দুঃখেরি হেতু বাহ্যেন্দ্রিয়-ভোগ যত
আদি-অন্তবন্ত তাহা, জ্ঞানী তাহে নহে রত ॥২২
সম্বরিতে এ সংসারে সমর্থ যে আমরণ,
কাম-ক্রোধ-জাত বেগ, সুখী যোগী সেই জন॥২৩
অন্তঃসুখ, অন্তর্জ্যোতি, যে জন অন্তরবান,
যোগান্বিত ব্রহ্মেস্থিত লভেছে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ।২৪

ছিন্নদ্বৈত, যতচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতেরত,—
লভে ব্রহ্ম-নিরবাণ ক্ষীণপাপ ঋষি যত ॥২৫
যতচিত্ত যতীগণ—বিরহিত ক্রোধ-কাম,—
আত্মজ্ঞানী, উভয়ত্র লভে ব্রহ্ম-নিরবাণ।২৬
বাহেন্দ্রিয়-কার্য্য ত্যজি, ভ্রূমধ্যে রাখিয়া আঁখি,
নাসা-পথবাহী বায়ু-প্রাণাপানে সম রাখি,—২৭
যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-মুনি মোক্ষ-পরায়ণ—
বিগতেচ্ছা-ভয়-ক্রোধ যে সদা, সে মুক্তজন।২৮
যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর,—
বিশ্ব-বন্ধু জানি মোরে, শান্তি লভে সেই নর।২৯

(ইতি কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

করে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ম্ম-ফলে অনাশয়,—
সে সন্ন্যাসী—সেই যোগী, নিরগ্নি নিষ্ক্রিয় নয়।১
তাকে 'যোগ' জেনো পার্থ! যাহাকে 'সন্ন্যাস' কয়।
যে নহে নিষ্কামকর্ম্মী, সে কথনো যোগী নয়।২
যোগারোহী মুনি-পক্ষে কর্ম্মকে কারণ কয়।
যোগারূঢ় হলে কিন্তু শমই কারণ হয়।৩
ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যবে কর্ম্মাশক্তি নাহি যার,
সর্ব্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী 'যোগারূঢ়' আখ্যা তার।৪
আত্মায় উদ্ধার আত্মা, দলিওনা আত্মা কভু।
আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার রিপু॥৫
আত্মায় যে আত্মজিত, আত্মা বন্ধু তদাত্মার।
অনাত্মার আত্মা কিন্তু করে শত্রু ব্যবহার॥৬
পরাস্ত-প্রশস্ত আত্মা--পরমাত্মা-সমাধানে,—
শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে, তথা মান-অপমানে।৭
জ্ঞান-বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্ব্বিকার,--
সেই যোগী,(ঢেলা) শিলা-স্বর্ণে সমজ্ঞান যাঁর।৮

সুহৃদ্ মিত্র-শত্রুগণে, মধ্যস্থ বা উদাসীনে,
দ্বেষ্য জনে অথবা বান্ধবে।
সাধুতে পাপীতে আর— সমজ্ঞান যে জনার,
সেই হয় বিশেষিত ভবে।৯
একান্তে সতত যোগী, আসীন হয়ে একাকী,
করি আত্মচিত সংযমিত,
আকাঙ্ক্ষার অনধীন, পরিগ্রহ-পরিহীন—
হ'য়ে, আত্মা করে সমাহিত।১০
শুদ্ধ স্থানে কুশাসনে, বিস্তারিয়া বস্ত্রাজিনে,
নাতি উচ্চ নাতি নীচ স্থাপি নিজ স্থিরাসন,১১
বসিয়া একাগ্র মতি,— চিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়া রোধি,
আত্মশুদ্ধি-তরে যোগী করিবে যোগ-সাধন।১২
সর্ব্বদেহ-গ্রীবা-শির করিয়া অচল স্থির,
স্বনাসাগ্রে করি স্থির অনন্য অবলোকন।১৩
প্রশান্ত-অভীত-চিত, ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিত,
হবে যোগী যতচিত্ত মচ্চিত্ত মৎপরায়ণ।১৪
এইরূপে যোগীজন সদা সংযমিয়া মন,
করি যোগে আত্মসংযোজন,
পরম-নির্ব্বাণ-প্রদা, মৎস্বরূপে সমস্থিতা,
সেই শান্তি অধিকারী হন।১৫

অত্যন্ত ভোজীর, অতি অভোজীর—
হে অর্জ্জুন! যোগ নাই।
অতি নিদ্রান্বিত, অতি জাগরিত,
তাদের পক্ষেও তাই।১৬
সুমিত আহার, সুমিত বিহার,
মিত চেষ্টা-কর্ম্ম যার,
মিত নিদ্রাগম, মিত জাগরণ,
দুঃখ হরে যোগ তার।১৭
মিতাহার-বিহার ও মিত চেষ্টা কর্ম্ম যার,
মিত নিদ্রা-জাগরণ, দুঃখহারী যোগ তার।১৭
সুসংযত চিত, আত্মায় স্থাপিত,
নিশ্চিত যখন রয়,
সর্ব্ব কাম্যে আর নাহি স্পৃহা যার,
যোগ-যুক্ত তারে কয়।১৮
নিবাত-নিষ্কম্প দীপ তাহার(ই) উপমা হয়,
যোগাত্ম যোগীর যোগে যে চিত সংযত রয়।১৯
যোগেতে বিরুদ্ধ চিত উপরত হয় যায়,
আত্মায় আত্মাকে যাতে দেখি আত্মতুষ্টি পায়।২০
বুদ্ধি-গ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় অতি সুখ যাতে হয়,
আত্মতত্ত্ব হতে যাতে কভু বিচলিত নয়।২১

যাহা লভি অন্য লাভ অধিক না বোধ হয়,
যাতে থেকে গুরুতর দুঃখেও অস্থির নয় ।২২
তাহাই জানিবে যোগ,—দুঃখ যোগাযোগ হীন,—
অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তে হবে নিশ্চয় সে যোগাধীন ।২৩
সঙ্কল্প-সঞ্জাত সর্ব্ব কাম্য ত্যজি মনোবলে,
সর্ব্ব হ'তে সুসংযত করিয়া ইন্দ্রিয়-দলে ।২৪
ধৃতি-গত বুদ্ধি-বলে ধীরে উপরত হবে ;
আত্মায় স্থাপিয়া চিত্ত কিছু চিন্তা না করিবে ।২৫
যে সব বিষয়ে চরে চঞ্চল অস্থির মন,
ফিরায়ে সে সব হতে আত্মায় কর স্থাপন ।২৬
শান্তরজঃ ব্রহ্মভূত নিষ্পাপ প্রশান্ত-মন—
হয়ে, লভে এরূপে পরম সুখ যোগীজন ।২৭
এইরূপে পাপ-মুক্ত আত্মযুক্ত হয়ে যোগী—
সুখেতে অনন্ত সুখ ব্রহ্ম-সম্মিলন-ভোগী ।২৮
আত্মাকে সমস্ত ভূতে, সমস্ত ভূত আত্মায়—
সমদর্শী আত্মযোগী সর্ব্বত্র দেখিতে পায় ।২৯
যে আমাকে সর্ব্বে দেখে, সর্ব্ব দেখে যে আমাতে,
আমি তার, সে আমার না পারে অদৃশ্য হতে ।৩০
সর্ব্বভূতময়— যে ভজে আমায়,—
ভেদ-বুদ্ধি-বিরহিত,—

সকল বিষয়ে যদিও সে রহে
তবু আমাতেই স্থিত ।৩১
পার্থ ! আত্মোপম— সর্ব্বভূতে সম,
যে জন দেখিতে পায়,
সুখ-দুঃখে আর— সম-দৃষ্টি যার,
মহাযোগী মানি তায় ।৩২

অর্জ্জুন।

সাম্যেতে এই যে যোগ কহিলে মধুসূদন !
বুঝিনা চাঞ্চল্য-বশে এর তথ্য-নিরূপণ ।৩৩
চঞ্চল ইন্দ্রিয়-মর্দ্দ মন দৃঢ় বলধর,
হে কৃষ্ণ ! নিগ্রহ তার বায়ু সম সুদুষ্কর ।৩৪

শ্রীভগবান্।

মহাবাহো ! মন বটে চঞ্চল-দুর্জ্জয়,
কিন্তু অভ্যাসের ফলে, অপিচ বৈরাগ্য বলে,
হে কৌন্তেয় ! নিগৃহীত হয় ।৩৫
অসংযমী জনে যোগ দুষ্প্রাপ্য আমার মতে।
আত্মবশ-জন কিন্তু পায় যত্নে উপায়েতে ।৩৬

(অর্জ্জুন)।

শ্রদ্ধা সত্ত্বে অসংযমে যোগ-ভ্রষ্ট মন যার,
না পাইয়া যোগ-সিদ্ধি, হে কৃষ্ণ ! কি গতি তার ?৩৭

মূঢ়-বুদ্ধি-ফলে, ব্যর্থ-ব্রত হলে,
ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-পথে থাকি,
উভয়-বিভ্রষ্ট হয়ে, হবে নষ্ট,
ছিন্ন মেঘ সম নাকি ?৩৮
হে কৃষ্ণ ! আমার এই যে সংশয়,
তুমিই নিঃশেষে ছেদিতে পার।
তুমি বিনা হরি ! সাধ্য নাহি হয়—
নাশিতে সংশয় আর কাহারো।৩৯

শ্রীভগবান্।

নাহি তার নাশ পার্থ ! ইহ-পর কোন লোকে।
হে তাত ! কল্যাণকারী কিছু না দুর্গতি ভোগে।৪০
পুণ্য-লোকে বহুবর্ষ বাস-সুখ ভুঞ্জি, পরে—
শুদ্ধাচারী-ধনী-গৃহে যোগ ভ্রষ্ট জন্ম ধরে।৪১
ধীমান যোগীর কুলে কিম্বা সে জনম লয়।
জগতে ঈদৃশ জন্ম সুদুর্লভ সুনিশ্চয় ॥৪২
পূর্ব্বদেহ-লব্ধ সেই বুদ্ধি-যোগ লভি তায়,
হে কৌরব ! বহুযত্ন করে সিদ্ধিলাভাশায়।৪৩
অবশ সে হয় যদি (কোন বিঘ্ন-বশে)
সাধন করে সে তবু পূর্ব্বের অভ্যাসে।
যোগের জিজ্ঞাসু মাত্র হলেও সে জন,

বেদ-(ব্যক্ত কর্ম্ম ফল) করে অতিক্রম ।৪৪
সাধনে সযত্ন-যোগী পবিত্র-নিষ্পাপ-মতি, —
বহু জন্মে সিদ্ধ হয়ে লভে সে পরম গতি ।৪৫

শ্রেষ্ঠ হন যোগী জন তপস্বীর হতে।
জ্ঞানী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ মম মতে ॥
কর্ম্মী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ বহু গুণ।
অতএব যোগী তুমি হও হে অর্জ্জুন ।৪৬
যোগী-মধ্যে যে আমাতে করি আত্মসমর্পণ
ভক্তি-ভরে ভজে মোরে, যোগী-শ্রেষ্ঠ সেই জন ।৪৭

(ইতি অভ্যাস যোগ) ।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

আমাতে আশ্রয় লয়ে, আমাগত-চিত্ত হয়ে,
করি পার্থ! যোগ-সংসাধন,
আমাকে সমগ্র ভাবে, জানিতে সমর্থ হবে,
যেরূপে, তা করহ শ্রবণ।১
সবিজ্ঞান-এই জ্ঞান কব আমি সবিস্তার।
যে জ্ঞানের সমাগমে, কভু আর এ জনমে,
অবশিষ্ট কোন জ্ঞান নাহি থাকে জানিবার।২
সহস্র মানুষে কচিৎ কেহবা
যতনে সিদ্ধির তরে।
যত্ন-সিদ্ধ মাঝে কচিৎ কেহবা
স্বরূপতঃ জানে মোরে।৩
ভূমি, জল, বহ্নি, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, আর
অহঙ্কার, এই মম প্রকৃতি অষ্টপ্রকার।৪
ইহারা 'অপরা', জেন অন্য 'পরা'
প্রকৃতি আছে আমার।

জীব-ভূতা হয়ে, আছে যে ধরিয়ে,
মহাবাহো! এ সংসার।৫
এ দুই প্রকৃতি হতে জাত জেন ভূতগ্রাম।
আমি সর্ব্ব জগতের উৎপত্তি ও লয় স্থান॥৬
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাহি ধনঞ্জয়!
আমাতে গ্রথিত সৃষ্টি—সূত্রে যথা মণি-চয়।৭
জলে আমি রস পার্থ! প্রভা সূর্য্য-চন্দ্রমার।
বেদে "ওম্" ব্যোমে শব্দ, নরেতে পুরুষকার॥৮
পুণ্যগন্ধ পৃথিবীতে, তেজঃ আমি হুতাশনে।
জীবন সমস্ত ভূতে, তপস্যা তপস্বিগণে॥৯
পার্থ! মোরে সনাতন বীজ জেন সর্ব্বভূতে।
বুদ্ধিমানে বুদ্ধি আমি, তেজঃ আমি তেজস্বীতে॥১০
কাম-রাগ-বিবর্জ্জিত বল আমি বলবানে।
হে ভারত! ধর্ম্ম-বৈধ কাম আমি ভূতগ্রামে॥১১
সত্ত্ব-রজঃ-তমোভাব আমা হতে উৎপাদিত।
আমি সে সবেতে নহি, আমাতে সে সব স্থিত॥১২
এ ত্রিগুণ-ভাব মোহে এ বিশ্ব ভুবন ভোর!—
জানে না এ ভাবাতীত অব্যয় স্বরূপ মোর।১৩
এ ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া মম সুদুস্তরা।
যাহারা আমায় পায় এ মায়ায় তরে তারা॥১৪

মায়া-অপহৃত-জ্ঞান আসুরিক ভাবময়—
পাপী-মূঢ় নরাধম আমাকে না প্রাপ্ত হয়।১৫
হে অর্জ্জুন! ভজে মোরে চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান,—
হে ভারত! জ্ঞানী, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থকাম।১৬
তাহে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ এক ভক্তিমান্।
আমি তার অতি প্রিয় মৎপ্রিয় সে জ্ঞানবান্। ১৭
সবাই সমান এরা, ইহার মধ্যেতে।
জ্ঞানী হয় আত্মার স্বরূপ মম মতে॥
হয়ে সে মদ্গতচিত্ত করে অধিকার—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমাগতি—আশ্রয় আমার॥ ১৮
'বাসুদেব বিশ্বময়' এই জ্ঞান যার হয়,
বহু জন্ম-জন্মান্তর পরে।
মহাজ্ঞানী-মহামন,— হেন সুদুর্লভ জন
আমাকেই অধিকার করে॥১৯
কাম-বশে যারা হয়ে জ্ঞান-হারা,
ভজে অন্য দেবতায়।
আপন প্রকৃতি, যাহার যেমতি,
নিয়মিত হয় তায়॥২০
যে ভক্ত আমার যে মূর্ত্তি পূজার-
শ্রদ্ধায় কামনাকারী,

তাহার তৎপ্রতি, অচলা ভকতি
আমিই বিধান করি। ২১
সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তথা ভজে তায়।
তাতেও আমারি দত্ত আকাঙ্ক্ষিত ফল পায়॥
কিন্তু সে অনিত্যফল—লভে অল্প জ্ঞানিগণ।
দেব-যাজী হয় যারা, দেবগণে পায় তারা,
আমারে পায় হে শুধু আমারি ভকতজন।২৩
না জানিয়া ভাব মম অব্যয় পরমোত্তম,
অব্যক্ত আমারে ভাবে ব্যক্তি ভাবে অজ্ঞগণ।২৪
যোগমায়া-আবরণে রহি সমাবৃত,
সকলের কাছে আমি নহি প্রকাশিত।
অজন্ম-অব্যয় এই স্বরূপ-লক্ষণে,
আমারে জানিতে নাহি পারে মূঢ়জনে।২৪
জানি আমি ভূত-ভাবী-বর্ত্তমান ভূতচয়;
আমাকে কেহই কিন্তু নাহি জানে ধনঞ্জয়!২৬
রজোগুণ ক্রিয়াশ্রিত, ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থিত—
দ্বন্দ্ব-মোহ-বশে পরন্তপ!
হে ভারত! সংমোহিত হয় ভূত সব।২৭
শূন্যপাপ পুণ্যবান্ যে জনেরা পারে হ'তে,
দ্বন্দ্ব-মোহ-মুক্ত হয়ে ভজে মোরে দৃঢ় ব্রতে।২৮

জরা-মৃত্যু-মোক্ষ-তরে, যে জন যতন করে,
করি মম আশ্রয় গ্রহণ,
অখিল অধ্যাত্ম, ব্রহ্ম, সরহস্য-সর্ব্বকর্ম্ম—
জ্ঞাতমর্ম্ম হয় সেই জন।২৯
অধিদৈব-অধিভূত, আর অধিযজ্ঞ-যুত—
আমারে বিজ্ঞাত হয় যারা,
মহা প্রস্থানের কালে, সদাসক্ত-চিত্ত-ফলে,
আমায় জানিতে পায় তারা।৩০

(ইতি জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ।)



অষ্টম অধ্যায়॥

অর্জ্জুন।

ক সে ব্রহ্ম ? কি অধ্যাত্ম ? কি কর্ম্ম ? পুরুষোত্তম !
'অধিদৈব' কারে বলে ? 'অধিভূত'—সে কেমন ?১
'অধিযজ্ঞ' কিবা ? কেবা এ দেহে মধুসূদন ?
মহাযাত্রা-কালে কিসে জানে তা সংযমী জন ?২

শ্রীভগবান্।

অক্ষয় পরমব্রহ্ম, স্বভাব অধ্যাত্ম হয়।
ভূতের উৎপত্তি-বৃদ্ধি-বিসর্গকে কর্ম্ম কয়॥৩
নাশ্য জাত দেহ আদি, ধরে 'অধিভূত' খ্যাতি ;
পুরুষ তাহাতে 'অধিদৈব' অভিহিত :
ওহে দেহধারীবর ! অত্র দেহ অভ্যন্তর,
"অধিযজ্ঞ" অভিধানে আমিই সংস্থিত॥৪
অন্তিমে আমারে স্মরি, কলেবর পরিহরি
মহাযাত্রা যে জন করয়,
সে জন আমার ভাব, অবশ্য করেছে লাভ,
ইথে কিছু নাহিক সংশয়॥৫

[অন্তিমে আমারে স্মরি দেহ ত্যজি যায় যেই।
মদ্ভাব সে করে লাভ, ইহাতে সংশয় নেই ॥৫]

হে কৌন্তেয়! ত্যজে দেহ ভাবি অন্তে যে যে ভাব,
তদ্ভাব ভাবিত সদা, সে সে ভাব করে লাভ ॥৬

তাই সর্ব্বকালে মোরে স্মর আর যুদ্ধ কর,
মনোবুদ্ধি সঁপি, মোরে অসংশয় রূপে ধর।৭

অভ্যাস-যোগেতে যুক্ত, অনন্য বিষয়াসক্ত—
চিত্তেতে চিন্তিয়া (ওহে পার্থ!) অনুক্ষণ—
প্রাপ্ত হয় সেই দিব্য পুরুষ পরম।৮

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগতি, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম অতি,
সর্ব্বানু শাসিতা পাতা পুরুষ পুরাণ।
সূর্য্য সম স্বপ্রকাশ, অচিন্ত্য রূপ-বিভাস,
প্রকৃতির অন্তরালে যেবা করে ধ্যান,—৯
মহাপ্রস্থানের ক্ষণে, অচল অটল মনে,
ভক্তিযোগে যোগবল করি নিয়োজন,
ভ্রূমধ্যে (দ্বিদল-স্থানে), সম্যক্ আবেশি প্রাণে,
পায় দিব্য পরম পুরুষে সেই জন।১০

'অক্ষর' বলেন যারে বেদবিদ্‌গণ,
বিরক্ত যতীরা হন আসক্ত যাহাতে।

যার আশে ব্রহ্মচর্য্য করেন পালন,
সে পরমপদ-তত্ত্ব কহি সংক্ষেপেতে।১১
সংযমিয়া সর্ব্বদ্বার, নিরোধিয়া মনোহৃদি,
মূর্দ্ধে স্থাপি আত্মপ্রাণ, যোগের ধারণা সাধি,---১২
মোরে স্মরি উচ্চারি অক্ষর-ব্রহ্ম 'ওম্' ইতি,
যে যায় ত্যজিয়া দেহ, সে পায় পরম গতি।১৩
সতত অনন্যচিত্ত যে নিত্য আমারে স্মরে,
হে পার্থ! সুলভ আমি সেই নিত্য যোগিবরে।১৪
মোরে পেয়ে মহাসিদ্ধি-প্রাপ্ত মহোদয়চয়,—
নাহি পায় পুনর্জন্ম—অনিত্য-অসুখময়।১৫
আব্রহ্ম-ভুবন-জন পুনরাবর্ত্তিত হয়।
অর্জ্জুন! আমারে পেলে পুনর্জন্ম নাহি রয়।১৬
সহস্র যুগেতে এক ব্রাহ্মী দিবা জানে যারা,
সহস্র যুগেতে রাত্রি, দিবারাত্র-বিদ্ তারা।১৭
সে দিবার উপক্রমে, অব্যক্ত হইতে ক্রমে,
ব্যক্তভূত প্রাদুর্ভূত হয় সমুদয়।
সে রাত্রির আরম্ভেতে, সে অব্যক্ত স্বরূপেতে,
প্রলয়-প্রলুপ্ত পুনঃ হয় হে নিশ্চয়।১৮
এই সেই ভূতচয়— জন্মিয়া জন্মিয়া হয়
পুনরায় লয় নিশাগমে।

হে পার্থ! আবার জাত দিবা-সমাগমে।১৯
কিন্তু সে অব্যক্ত হতে অব্যক্ত আবার—
আছে এক সনাতন শ্রেষ্ঠভাব আর।
সমুদয় ভূত যবে হয় বিনাশিত,
বিনষ্ট সে ভাব তবু না হয় নিশ্চিত।২০
যে অব্যক্ত উক্ত হয় 'অক্ষর' সংজ্ঞায়;
অপিচ পরমা গতি তাকেই বুঝায়।
যাহা পেলে না হয় সংসার-গতি আর।
তাহাই পরমধাম হয় হে আমার।২১
[অব্যক্ত 'অক্ষর'-উক্ত, শ্রেষ্ঠগতি তার নাম।
যা পেলে না ফেরে আর, সে মম পরম ধাম।২১]
যাঁহার গর্ভের মাঝে, সর্ব্বভূত সুবিরাজে,
যাঁহাতে এ বিশ্ব বিরচন,—
পরম পুরুষ যিনি, হে পার্থ! কেবল তিনি,
অনন্য-ভক্তিতে লভ্য হন।২২
যে যে কাল-পথ বেয়ে, যোগিগণ যাত্রী হয়ে,
মুক্তি বা সংসার গতি লন।
হে ভারতর্ষভ! কহি সে কাল-কথন।২৩
অগ্নি-জ্যোতি-অহঃ শুক্ল, ষণ্মাস-উত্তরায়ণ।
তাহাতে মরণে ব্রহ্ম লভে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ।২৪

ধূম-রাত্রি-কৃষ্ণপক্ষ, ষণ্মাস দক্ষিণায়ন ;
তাহে ভুঞ্জি চন্দ্রলোক, যোগী প্রত্যাগত হন।২৫
শুক্লা-কৃষ্ণা দুই গতি জগতে শাশ্বত বটে।
একে হয় মোক্ষ, অন্যে পুনরাবর্ত্তন ঘটে।২৬
জানিয়া এ দুই পথ, কোন যোগী মুগ্ধ নন।
অতএব হে অর্জ্জুন! হও যোগী সর্ব্বক্ষণ॥২৭
বেদ, যজ্ঞ, তপ, দানে পুণ্যফল—
নির্ম্মিত যেরূপ, সে রূপ হবে।
তাহা জানি যোগী ত্যজি সে সকল,
সে আদ্য পরম স্থানটী লভে॥২৮

ইতি "অক্ষর-ব্রহ্ম-যোগ" ;

নবম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

এই গুহ্যতম জ্ঞান, কহিতেছি সবিজ্ঞান,
দোষ-দৃষ্টি-বিহীন তোমায়।
হইবে অশুভ-মুক্ত জানিয়া যাহায়।১
সুগুহ্য এ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ—পবিত্র উত্তম হয়;
প্রত্যক্ষ-বোধব্য-ধর্ম্ম্য—সুখ-সাধ্য ও অব্যয়।২
ওহে পরন্তপ! যে সব মানব,
শ্রদ্ধাহীন এ ধর্ম্মেতে,
না পেয়ে আমায়, ঘুরিয়া বেড়ায়,
মৃত্যু সংসারের পথে।৩
পরন্তপ! পুরুষেরা—শ্রদ্ধাহীন এ ধর্ম্মেতে,—
না পেয়ে আমারে, ঘোরে মৃত্যু-সংসারের পথে।৩
অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সর্ব্ব জগন্ময় হই।
আমাতে সমস্ত ভূত, আমি সে সমস্তে নই।৪
ঐশ্বরিক যোগ দেখ হে আমার;
নহে ভূতগণ আমাতে মিলিত।
ভূত-পালয়িতা—আমি ভূতাধার;
(অথচ) মমাত্মা নহে ভূত-স্থিত।৫

সর্ব্বগত মহাবায়ু ব্যোমে নিত্য স্থিত যথা,
জানিও সমস্ত ভূত আমাতে সংস্থিত তথা।৬
প্রলয় সময়, ভূত সমুদয়,
আমারি প্রকৃতি-গত।
আমিই আবার স্রষ্টা সে সবার,
কল্পারম্ভে কুন্তি-সুত।৭
স্ব-প্রকৃতি অবলম্বে সৃজি আমি বার বার।
অবশ প্রকৃতি-বশে সর্ব্বভূত-সমাহার॥৮
আমারে সে সব কর্ম্ম নাহি বাঁধে ধনঞ্জয়।
অনাসক্ত—উদাসীন আছি সর্ব্বকর্ম্মময়।৯
মম অধিষ্ঠান-ভরে, প্রকৃতি প্রসব করে,
চরাচর এ বিশ্ব সংসার।
মাত্র অত্র কারণেই— হে কুন্তি নন্দন! এই—
জগৎ জনমে বার বার।১০
বৃথা আশা, বৃথাকর্ম্ম, বৃথাজ্ঞান, বিচলিত চিত্ত,—
রাক্ষসী-আসুরী আর মোহিনী প্রকৃতি সমাশ্রিত।
মূঢ়েরা মানেনা মোরে, মানুষ-মূরতি দেখি মম।১১
জানেনা আমার এই—ভূত মহেশ্বর ভাবোত্তম।১২
পার্থ! দৈবীপ্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মাগণে,
ভূতাদি অব্যয় জেনে ভজে মোরে একমনে।১৩

সতত কীর্ত্তন করি, দৃঢ়ব্রতে যত্ন-ভরে,
ভক্তিভরে প্রণতি করি নিত্যযোগে ভজে মোরে।১৪
জ্ঞান-যজ্ঞে অর্চ্চি কেহ ভজে মোরে নানারূপে,—
একত্বে-ভিন্নত্বে কিম্বা, সর্ব্বাত্মক মমভাবে।১৫
আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, ঔষধ ও অগ্নিষ্টোম্,
আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি আমি হোম।১৬
আমি জগতের মাতা, ধাতা, পিতা, পিতামহ,
পবিত্র-প্রণব-জ্ঞেয়-ঋক্-সাম যজুঃ সহ।১৭
গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, সুহৃৎ, শরণালয়;
প্রভব, প্রলয়, স্থান, নিধান, বীজ, অব্যয়।১৮
আমি দিই তাপ, বারি বর্ষি ও আকর্ষি পুনঃ।
অমৃত ও মৃত্যু আমি, সদসৎ হে অর্জ্জুন!১৯
বৈদিক নিষ্পাপ সোমপায়ী মোরে,
যজ্ঞে পুজি স্বর্গ-গতি বাঞ্ছা করে।
পুণ্যফলে তারা লভি ইন্দ্র-লোক,
ভুঞ্জে সে দ্যুলোকে দিব্য দেব-ভোগ।২০
বিশাল সে স্বর্গলোক-ভোগ অবসানে,
পুণ্যক্ষয়ে পুনঃ তারা জন্মে মর্ত্ত্যধামে।
এইরূপে, বেদধর্ম্ম-পরায়ণ যারা,
বাসনার বশে পায় যাতায়াত তারা।২১

নিত্যযোগে যারা মোরে একমনে ভজে,
তাদের প্রাপ্ত ও প্রাপ্য বহি, আমি নিজে।২২
শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত যারা ভজে অন্য দেবতায়,
কৌন্তেয়! অবিধি ভাবে তারাও ভজে আমায়।২৩
সমস্ত যজ্ঞেরি আমি ভোক্তা আর প্রভু বটে।
মম-তত্ত্ব অজ্ঞদের পুনঃ জন্মান্তর ঘটে।২৪
পিতৃব্রতী পিতৃলোক, দেবব্রতী দেব পায়।
ভূতযাজী ভূতগণ, মদযাজী লভে আমায় ২৫
যে দেয় ভক্তিতে মোরে পত্র-পুষ্প-ফল-জল!
ভুঞ্জি আমি ভক্তাত্মার ভক্তি-দত্ত সে সকল।২৬
যাহা কর, যাহা ভক্ষ, হোম-দান কর যাহা,
তপ যা কর কৌন্তেয়! আমাতে অর্পহে তাহা ২৭
এড়ি কর্ম্মবন্ধ-কৃত শুভাশুভ ফল ইথে,
সন্ন্যাস-যুক্তাত্মা হয়ে আমারে পাইবে হৃদে।২৮
সর্ব্বভূতে সম আমি, দ্বেষ্য-প্রিয় নাহি মম।
আমি তাতে সে আমাতে, ভক্তিতে ভজে যে জন।২৯
হলেও সুদুরাচার, অনন্য ভাবে আমার—
যে জন ভজনকারী হয়,
প্রকৃত উত্তম কাজে, প্রবৃত্ত হয়েছে সে যে;
সাধুরূপে মান্য সে নিশ্চয় ৩০

শীঘ্র সে ধর্ম্মাত্মা হয়, পায় চিরশান্তি-বাস ;
কৌন্তেয় ! নিশ্চয় জেনো মদ্ভক্ত না পায় নাশ।৩১
স্ত্রী, বৈশ্য, ও শূদ্র, আর পাপ-জাত জাতিচয়—
আমাকে আশ্রয় করি শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়।৩২
পুণ্যশীল সুব্রাহ্মণ, ভক্ত রাজ-ঋষিগণ,
ইঁহাদের কথা কি আবার ?
অনিত্য অসুখাধার, লভিয়া ইহ সংসার,
উপাসনা করহে আমার।৩৩
মচ্চিত্ত মদ্ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনে রও,
আমারে কর হে নমস্কার ;
হয়ে মম পরায়ণ, আমাতে সঁপিয়া মন,
আমাকেই কর অধিকার।৩৪

ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ।

দশম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

শুন পুনঃ মহাবাহো! আমার পরম বাণী।
প্রীতিমান তোমার হিতার্থে যাহা কহি আমি॥১
না জানে উৎপত্তি মম দেব ও মহর্ষিকুল।
সর্ব্বদেহ-মহর্ষির আমি হই আদি মূল।২
অনাদি-অজন্ম ধর সর্ব্বলোক-মহেশ্বর,
বলিয়া যে জানে হে আমায়,
মর্ত্ত্য-জন্মে সেই জন, হ'য়ে অসংমূঢ় মনঃ
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্তি পায়।৩
ক্ষমা, সত্য, দম, শম, বুদ্ধি, জ্ঞান, অমূঢ়তা।
সুখ, দুঃখ, জন্ম, লয়, ভয় ও অভয় তথা॥৪
অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, যশঃ নিন্দা, দান, তপঃ
আমা হতে জীবের এ ভিন্ন ভিন্ন ভাব সব।৫
সপ্তমহাঋষি,—পূর্ব্বে আরো চারিজন,
আমার প্রভাবান্বিত, আর মনুগণ।
আমার মানস-জাত ইঁহারা সবায়;
জগতে যাঁদের এই প্রজা সমুদায় ৬

মম এ বিভূতি-যোগ তত্ত্বতঃ যে জ্ঞাত হয়,
অবিকল্প-যোগযুক্ত হয় সে, নাহি সংশয় ।৭
আমি সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্ব আমাহতে প্রবর্ত্তিত।
ইহা বুঝে মোরে ভজে জ্ঞানী ভাব-সমন্বিত।৮
মচ্চিত্ত-মদ্গত-প্রাণে বোঝে মোরে পরস্পরে।
মৎকথা কীর্ত্তনে নিত্য প্রীত প্রেমানন্দ ভরে॥৯
সপ্রেম-ভজনাসক্ত নিত্যযুক্ত সে সবায়
দিই আমি বুদ্ধিযোগ, যাহাতে আমায় পায়।১০
অনুকম্পা-বশে আমি তাদের বুদ্ধিস্থ থেকে,
বিনাশি অজ্ঞান-তমঃ সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকে।১১

অর্জ্জুন।

পরম পবিত্র তুমি, পরব্রহ্ম, পরধাম।
আদিদেব, অজ, বিভু, দিব্য, নিত্য বিদ্যমান।১২
কন সর্ব্বঋষিগণ—দেবর্ষি নারদ মুনি।
অসিত, দেবল, ব্যাস,—আপনি কহিলে তুমি।১৩
সমস্তই সত্য মানি, যা কহিলে, হে কেশব!
ভগবন্! তবলীলা না বুঝে দেব-দানব।১৪
দেব-দেব! জগৎপতে! ভূতেশ! ভূতভাবন!
তুমিই তোমার তত্ত্ব জান হে পুরুষোত্তম!১৫

যে বিভূতি-যোগে তুমি জগৎ ব্যাপিয়া রহ,
সে দিব্য বিভূতি তব বিশেষ বিস্তারি কহ।১৬
যোগীন্দ্র! জানিব তোমা কি চিন্তায় সদা আমি?
কি কি ভাবে ভগবন্! মম ভাব্য হবে তুমি?১৭
বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য জনার্দ্দন! সবিশেষ-
কহ,-তব বাক্যামৃতে তৃপ্তির না হয় শেষ।১৮

ওহে জনার্দ্দন!—

বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য কহ পুনঃ সবিস্তার,
সে অমৃত পানে তৃপ্তি নহে শ্রুতি-পিপাসার।১৮

শ্রীভগবান্।

যা মম দিব্য বিভূতি, প্রধানতঃ কব তাই।
কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার যে বিভূতির অন্ত নাই।১৯
গুড়াকেশ! আত্মারূপে আমি সর্ব্বভূতে রই।
ভূত-সমূহের আদি, মধ্য, অন্ত আমি হই॥২০
আদিত্যে আমিহে বিষ্ণু, জ্যোতিগণে প্রভাকর।
মরীচি মরুৎগণে, তারাগণে শশধর।২১
বেদে আমি সামবেদ, বাসব দেবতা দলে।
ইন্দ্রিয়গণেতে মন, চেতনা ভূত সকলে॥২২
শঙ্কর রুদ্রেরগণে, যক্ষরক্ষে বিত্তস্বামী।
নদীধরগণে মেরু, বসুগণে বহ্নি আমি॥২৩

পুরোহিতে শ্রেষ্ঠ পার্থ ; জেন মোরে বৃহস্পতি।
সেনানীতে কার্ত্তিকেয়, সরিতে সরিৎপতি ।২৪
মহর্ষিতে ভৃগু আমি, বাক্যেতে প্রণবাক্ষর।
যজ্ঞে আমি জপ যজ্ঞ, স্থাবরে হিম-ভূধর ॥২৫
বৃক্ষেতে "অশ্বত্থ" আমি, নারদ দেবর্ষি মাঝে।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, কপিল সিদ্ধ সমাজে ॥২৬
অশ্বে উচ্চৈশ্রবা মোরে জানিও ক্ষীরোদ-জাত ;
গজেন্দ্রেতে ঐরাবত, নরগণে নরনাথ ॥২৭
অস্ত্র মধ্যে বজ্র আমি, ধেনু মধ্যে কামধেনু।
বাসুকী সবিষ সর্পে, জননার্থ পুষ্পধনু ॥২৮
অনন্ত নির্ব্বিষ নাগে, বরুণ জল-জীবনে।
নিয়ন্তা নিচয়ে যম, অর্য্যমা সে পিতৃগণে ॥২৯
দৈত্যেতে প্রহ্লাদ আমি, কাল বশীকারগণে !
পশুকুলে সিংহ আমি, বৈনতেয় বিহঙ্গমে ৩০॥
বেগবানে বায়ু আমি, শস্ত্রধারি গণে রাম।
মৎস্যেতে মকর আমি, স্রোতেতে জাহ্নবী নাম ॥৩১
অর্জ্জুন ! আদ্যন্ত-মধ্য আমি সৃষ্ট জগতের।
বিদ্যায় অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদার্থ বাদিগণের ।৩২
অক্ষরে অকার আমি, সমাসে দ্বন্দ্বসমাস।
নিত্যসত্ত্ব-কাল আমি, বিশ্বমুখ—বিশ্ববাস ॥৩৩

সংহারকে মৃত্যু আমি, ভবিষ্যের জনয়িতা।
নারীর শ্রী, বাক্, কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, ক্ষমা, মেধা।৩৪
সামেতে বৃহৎ সাম, ছন্দেতে গায়ত্রীছন্দ।
মাসে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুতে ঋতু বসন্ত ॥৩৫
ছলকারিগণে দ্যূত, তেজ আমি তেজস্বীতে।
জয়-ব্যবসায় আমি, সত্ত্ব আমি সাত্ত্বিকেতে ॥৩
বৃষ্ণীগণে বসুদেব, পাণ্ডবে আমি ফাল্গুনী।
কবিগণে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে ব্যাসমুনি।৩৭
দমনকারীতে দণ্ড, নীতি জয়েচ্ছুক জনে।
গুহ্যে হই মৌন আমি, জ্ঞান আমি জ্ঞানিগণে।৩৮
সর্ব্বভূত-বীজ যাহা, হে অর্জ্জুন! আমি তাই।
আমা ভিন্ন রহে, অন্য চরাচর ভূত নাই ॥৩৯
পরন্তপ! মম দিব্য বিভূতির অন্ত নাই।
বিভূতি-বাহুল্য মম সংক্ষেপে বলিনু তাই ॥৪৪
যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, শ্রী, গুণ, বল, প্রভাযুত।
জে'ন সে সমস্ত মম তেজ-অংশ-সমুদ্ভূত ॥৪১
অথবা বাহুল্য জে'নে অর্জ্জুন! কি প্রয়োজন?
র'য়েছি একাংশে আমি ব্যাপিয়া বিশ্বভুবন।৪২

———

(ইতি বিভূতি-যোগ।)

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন।

অতিগুহ্য আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব কথা কৃপা করি
যা কহিলে, তাহে মম মোহগত হ'ল হরি ! ১
ভূতের সৃজন-লয়, তোমা হ'তে সব হয়,
অক্ষয় মাহাত্ম্য তব আর,
কমল-দল-লোচন ! শুনিনু সে বিবরণ,
তোমার সমীপে সবিস্তার। ২
পরমেশ ! যেইরূপ বলিলে আত্মস্বরূপ,
অবশ্যই বটে সে প্রকার।
এখন পুরুষোত্তম ! দেখিতে বাসনা মম,
সেই ঐশরূপটী তোমার ! ৩
যদি মোরে যোগ্য বুঝ পেতে প্রভো ! সে দর্শন,
কর তবে যোগেশ্বর ! অব্যয়াত্মা প্রদর্শন। ৪

শ্রীভগবান্।

হের পার্থ ! রূপ মম শত-সহস্র প্রকার ;
নানাবিধ দিব্য দিব্য নানাবর্ণ নানাকার ! ৫

দেখ আদিত্যাদিগ্রহ, বসু-রুদ্রগণসহ,
মরুদগণ-অশ্বিনীকুমার ;—
অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব- আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সর্ব্ব,
চেয়ে পার্থ ! দেখ চমৎকার ! ৬

দেখ অদ্য চরাচর-সর্ব্বলোক-সমাবেশ ;
আর যাহা ইচ্ছা, দেখ মমদেহে গুড়াকেশ ! ৭
কিন্তু এ চক্ষুতে মোরে হেরিতে না হবে ক্ষম ;
দিই দিব্য চক্ষু তোমা, দেখ ঐশযোগ মম ! ৮

সঞ্জয়।

হে রাজন্ ! এত বলি মহাযোগেশ্বর হরি—
দরশন দিলা পার্থে মহা ঐশরূপ ধরি। ৯
অনেক বক্ত্র-নয়ন—অনেকাদ্ভুত দর্শন।
উদ্যত দিব্যাস্ত্র বহু—বহু দিব্য আভরণ। ১০
দিব্য মাল্যাম্বর-ধর—দিব্য গন্ধানুলেপন ;
সর্ব্বাশ্চর্য্যময় দেব—অনন্ত বিশ্ব-বদন ! ১১
আকাশে সহস্র সূর্য্য একত্রে হ'লে উদয়,
তবে সেই মহাত্মার প্রভাতুল্য প্রভা হয় ! ১২
দেখিলা পাণ্ডব তবে দেব-দেব-শরীরেতে-
বহুধা-বিভক্ত বিশ্ব চরাচর একত্রেতে। ১৩

বিস্ময়ে আবিষ্ট তাহে হৃষ্ট-রোমা ধনঞ্জয়
শিরঃ প্রণমিয়া দেবে কৃতাঞ্জলি করি কয়, — ১৪

অর্জ্জুন।

দেখি দেব! তব দেহে দেবগণ,
স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব চরাচর।
রুদ্র, প্রজাপতি—কমল-আসন;
সর্ব্ব ঋষি, দিব্য উরগ-নিকর। ১৫
বহুবাহূদর—বহুবক্ত্র-নেত্র;
সর্ব্বত্র তোমার অনন্ত স্বরূপ।
নাহি আদি-অন্ত, নাহি তব মধ্য
দেখি, ওহে বিশ্বেশ্বর। বিশ্বরূপ! ১৬
মুকুট-মণ্ডিত গদাচক্রধারী,
তেজোরাশি সর্ব্বময় দীপ্তিমন্ত!
দুর্নিরীক্ষ্য তোমা নিরীক্ষণ করি
দীপ্তানল-অর্ক উজ্জ্বল-অনন্ত! ১৭
অক্ষর, পরম বেদিতব্য তুমি,
তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান।
তুমি নিত্য সনাতনধর্ম্ম-স্বামী;
বুঝিনু তুমিই পুরুষ পুরাণ। ১৮

অনাদি-মধ্যান্ত — অনন্ত-বিক্রম,
অনন্ত বাহু ও চন্দ্রার্ক নয়ন ;
নিরখি তোমায় দীপ্তাগ্নি-বদন ;
স্বতেজঃ প্রভাবে সর্ব্ব-সন্তাপন ! ১৯
স্বর্গ ও পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আর—
দিক্ সমুদয় তোমাতে ব্যাপিত ।
উগ্র ও অদ্ভুত এরূপ তোমার
দেখি মহাত্মন্ ! ত্রিলোকত্রাসিত ! ২০
প্রবেশে তোমাতে অই দেব-ব্যূহ ;
কেহ যুক্তকরে করে বা মিনতি ।
"স্বস্তি" বাক্য বলি সিদ্ধর্ষিসমূহ
মধুর স্তবনে করিতেছে স্তুতি । ২১
রুদ্রাদিত্য-বসু-বিশ্ব-সাধ্যদল,
অশ্বিনীকুমার, বায়ু, পিতৃগণ,
যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব সকল,
সবিস্ময়ে সবে করিছে দর্শন । ২২
মহারূপ তব, বহু নেত্রানন,
মহাবাহো ! বহু বাহু-উরু-পদ ;
বহূদর, বহু করাল দশন,
দেখি লোক ত্রস্ত, আমিও তদ্মত ! ২৩

নভস্পৃশ দীপ্ত অনেক বরণ,
ব্যাত্তানন—দীপ্ত বিশাল নয়ন !
দেখি অন্তরাত্মা ভয়ার্ত্ত বিষম।
হে বিষ্ণো ! না পাই ধৈর্য্য-উপশম। ২৪
করাল দশনে বদন তোমার
দেখি যে ভীষণ কালানল-ভাস !
দিশাহারা আমি, শান্তি নাহি আর ;
প্রসীদ দেবেশ ! হে জগন্নিবাস। ২৫
অই সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ,
সকলেই সহ ভূপাল-নিবহ,
ভীষ্ম-দ্রোণ, তথা সূতের নন্দন,
অস্মদীয় মুখ্য যোদ্ধৃগণসহ— ২৬
পশিছে সবেগে অই যে তোমার
ভীষণ দশন-বদন-করালে !
চূর্ণিত মস্তক কেহ বা আবার
লগ্ন দেখি তব দন্ত-অন্তরালে। ২৭
যথা বহুবারি-প্রবাহ নদীর
সমুদ্রাভিমুখে প্রয়াণ করে,
তথা এই সব নরলোক-বীর
পশিছে জ্বলন্ত বদন-বিবরে। ২৮

পতঙ্গের পাল সবেগে যেমন—
পশে প্রাণ দিতে জ্বলন্ত জ্বলনে,
তেমতি জীবন দিতে জনগণ
পশিছে সবেগে তোমার বদনে। ২৯
হে বিষ্ণো! জ্বলন্ত বদনে তোমার
গ্রাসি সর্ব্বলোক করিছ লেহন।
তেজে পূর্ণ করি সমগ্র সংসার,
করিছে তাপিত তবোগ্র কিরণ। ৩০
উগ্ররূপ! তুমি কে? কহ আমারে;
প্রসীদ দেবেশ! করি নমস্কার।
আদ্য তুমি, ইচ্ছি জানিতে তোমারে
নাহি জানি আমি প্রবৃত্তি তোমার। ৩১

শ্রীভগবান্।

লোকান্তক মহাকাল আমি হই;
লোক-সংহারেতে প্রবৃত্ত হেথায়।
তুমি না হ'লেও, রবে না কেহই,
প্রতি সৈন্য-স্থিত-যোদ্ধা সমুদায়। ৩২
অতএব উঠ, লভ যশ তুমি,
ভুঞ্জ সুখ-রাজ্য, জিনি শত্রুদল।

পূর্ব্বেই করেছি সবে হত আমি ;
হও সব্যসাচি ! নিমিত্ত কেবল। ৩৩
ভীষ্ম-দ্রোণ-আর কর্ণ-জয়দ্রথ,
তথা অন্য অন্য যোধবীর গণ,
আমারি নিহত, হ'ওনা ব্যথিত ;
কর শত্রু জয়,—কর তুমি রণ। ৩৪

সঞ্জয়।

শুনি, কেশবের এতেক বচন,
কৃতাঞ্জলি-করে কিরীটী কম্পিত।
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণে প্রণমিয়া কন,
গদ্গদ-বচনে হ'য়ে ভীত-ভীত। ৩৫

অর্জ্জুন।

হৃষীকেশ ! তব কীর্ত্তনে ভুবন
হয় যে আসক্ত-পুলক পূর্ণিত,
পলায় দিগন্তে ভয়ে রক্ষগণ,
নমে সিদ্ধগণ, ইহাই বিহিত। ৩৬
কেন না নমিবে তোমা মহাত্মন্ ?
তুমি যে ব্রহ্মাদি কর্ত্তা গুরুতর
অনন্ত ! দেবেশ ! জগৎ-শরণ !
তুমি সদসৎ পরম ঈশ্বর। ৩৮

তুমি আদিদেব, পুরুষ-পুরাণ।
তুমি এ বিশ্বের বিরাম স্বরূপ।
জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য তুমি দিব্যধাম,
তোমা-ব্যাপ্ত বিশ্ব, হে অনন্তরূপ! ৩৮
বায়ু-যম-অগ্নি-বরুণ-শশাঙ্ক,—
প্রপিতামহ ও প্রজাপতি তুমি।
প্রণাম-প্রণাম সহস্রশঃ সংখ্য;
আবার প্রণমি—বারবার নমি! ৩৯
অবাগ্র পশ্চাতে প্রণিপাত মম,
সর্ব্ব দিকে সর্ব্ব-প্রণাম তোমায়
অনন্তবীর্য্য ও অমিত-বিক্রম
তুমি সর্ব্বসত্ত্ব—ব্যাপ্ত সর্ব্বময়। ৪০
সখাজ্ঞানে যত ব'লেছি তুচ্ছিয়া
"হে কৃষ্ণ! যাদব! হে সখে!" ইত্যাদি
প্রমাদে অথবা প্রণয়ে ভুলিয়া,
না জানিয়া তব মহিমা এমতি। ৪১
ক'রেছি অবজ্ঞা উপহাসে যত,
আহারে বিহারে, আসনে শয্যায়,
পরোক্ষে বা তব সমক্ষে অচ্যুত?
অপ্রমেয় তুমি, ক্ষম সমুদায়। ৪২

তুমি চরাচর জগতের পিতা,
তুমি পূজ্য, তুমি গুরু-গরীয়ান্!
তুল্য তব নাই, অধিক ত কোথা
লোকত্রয়ে, হে অতুল্য মহীয়ান্! ৪৩
সাধি তোমা দেব! সহ দোষভার,
পূজ্যেশ্বর-তোমা নমি নত দেহে—
পিতায় পুত্রের, সখায় সখার,
প্রিয় প্রেয়সীর দোষ যথা সহে। ৪৪
এ অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যে হৃষ্ট মন,
ব্যথিতও চিত্ত পেয়ে অতি ত্রাস।
সেইরূপ দেব! কর প্রদর্শন,
প্রসীদ দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ৪৫
মুকুট-মণ্ডিত, গদা-চক্রধৃত,
দেখিতে বাসনা তব সেই রূপ।
হও চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত,
হে সহস্রভুজ! ওহে বিশ্বরূপ! ৪৬

শ্রীভগবান্।

প্রসন্ন হইয়া দেখিনু তোমায়,
আত্মযোগে পার্থ! এ রূপ পরম,

অনন্তাদ্য বিশ্বরূপ তেজোময়—
তুমি ভিন্ন অন্য দেখিনি কখন। ১৭
না যজ্ঞে না বেদে অধ্যয়নে-দানে,
না ক্রিয়াযোগে না উগ্র তপস্যায়,
কিছুতে মর্ত্ত্যে এ রূপ তোমা বিনে
কুরুবীর! অন্যে দেখিতে না পায়! ৪৮
হ'ওনা ব্যথিত—মূঢ় ভাবান্বিত—
এই ঘোর রূপ দেখিয়া আমার।
হও হে অভীত—হও প্রীত চিত;
দেখ মম এই সে রূপ আবার। ৪৯

সঞ্জয়।

বাসুদেব হেন বলি অর্জ্জুনেরে,
দেখাইলা নিজ রূপ পুনর্ব্বার।
করিলা আশ্বস্ত সেই ভয়ার্ত্তেরে।
ধরি সৌম্য মূর্ত্তি মহাত্মা আবার। ৫০

অর্জ্জুন।

সৌম্য নর রূপ হেরে হলেম হে জনার্দ্দন!
যেন এবে পুনর্জাত। প্রকৃতিস্থ-সচেতন। ৫১

শ্রীভগবান্।

এই যে দেখিলে মম দুঃসহ-দর্শন রূপ
দেবগণ(ও) এরূপের দর্শনে নিত্য লোলুপ! ৫২
বেদে-তপে-দানে যজ্ঞে কেহ কভু নাহি পায়
দেখিতে এ হেন, যথা তুমি দেখিলে আমায়। ৫২
পাবে মোরে পার্থ! পেলে অনন্য ভক্তি-বিভব,
জানিতে, দেখিতে, তত্ত্বে প্রবেশিতে পরন্তপ! ৫৪
মৎকর্ম্ম:নিযুক্ত, অতি মদ্ভক্ত মুক্ত মায়ায়,
অহিংস যে সর্ব্বভূতে; পাণ্ডব! সে মোরে পায়।৫৫

(ইতি 'বিশ্বরূপ দর্শন”-যোগ।)

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন।

এরূপে সতত যুক্ত, তোমার ভজনাসক্ত
তব ভক্ত হয় হে যাহারা,
আর সে অব্যক্তাক্ষরে যাহারা ভজনা করে,
এ উভয়ে শ্রেষ্ঠ যোগী কারা ? ১

শ্রীভগবান্।

আমাতে একাগ্র-মতি, সতত আমাতে রতি,
আমাতে পরম শ্রদ্ধাবান্—
হয়ে, মোরে ভজে যারা, মম মতে হয় তারা
এ উভয়ে যোগীর প্রধান। ২

আর যারা ভজে অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর—
অচিন্ত্য, কূটস্থ, ধ্রুব, অচল, সর্ব্বত্র-চর। ৩
সংযমি ইন্দ্রিয়-সর্ব্ব, সমবুদ্ধি সদা সবে ;
সর্ব্বভূত-হিতে রত, তারাও আমারে লভে। ৪
ক্লেশাধিক্য পায়, যারা অব্যক্তে আসক্ত-মন,
অব্যক্তেতে গতি লাভ করে দুঃখে দেহী জন।৫

যারা মম পরায়ণ সর্ব্বকর্ম্ম সঁপি মোরে,
অনন্য-যোগে আমার ধ্যান-উপাসনা করে,—৬
হে পার্থ! মদ্গত-চিত্ত তাদের উদ্ধারকারী,—
হই তূর্ণ মৃত্যু পূর্ণ হতে ভবসিন্ধু-বারি। ৭
আমাতে আবেশ মন, আমাতে নিবেশ মতি,
নিঃসন্দেহ ত্যজি দেহ আমাতে লভিবে স্থিতি।৮
তাহে যদি স্থির চিত্তে সমাধান নাহি হয়,
অভ্যাস-যোগেতে মম প্রাপ্তিবাঞ্ছ ধনঞ্জয়! ৯
অভ্যাসে অক্ষম যদি, মম কর্ম্ম ব্রতী হও;
মম প্রীতি-কাম ধরি, কর্ম্ম করি সিদ্ধি লও। ১০
তাতেও অক্ষম যদি, কর মম যোগাশ্রয়;
যতাত্মা হইয়া ত্যজ কর্ম্মফল সমুদয়। ১১
অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়স্কর হয়,
জ্ঞান হতে ধ্যান হয় বিশিষ্ট নিশ্চয়;
ধ্যান হতে কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠতর,
ত্যাগ হতে শান্তি-লাভ হয় নিরন্তর। ১২
হিংসা হীন সর্ব্বভূতে, মৈত্রী ও করুণাধার;
সুখ-দুঃখে সম, ক্ষমী, নির্ম্মম-নিরহঙ্কার। ১৩
সদা তুষ্ট, যোগাবিষ্ট, শান্তমন, দৃঢ়-পণ,
মদার্পিত-মনোবুদ্ধি-ভক্ত মম প্রিয়জন। ১৪

লোককে যেনা উদ্বেগে,যাকে না উদ্বেগে লোকে
মৎপ্রিয় ভক্ত, যে মুক্ত হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগে। ১৫
নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ,ব্যথাহীন, উদাসীন;
মম প্রিয় ভক্ত সেই সর্ব্বকর্ম্মোদ্যম-হীন। ১৬
নহে তুষ্ট-নহে রুষ্ট, শোক-বাঞ্ছা-বিরহিত;
সেই মম প্রিয় ভক্ত—শুভাশুভ-বিবর্জ্জিত। ১৭
শত্রু মিত্রে সম ভাব, তথা মান-অপমান;
অনপেক্ষ, সুখ-দুঃখ-শীত-গ্রীষ্মে সম জ্ঞান। ১৮
তুল্য-নিন্দা-স্তুতি-মৌনী, যাতে তাতে তুষ্ট-মন্,
স্থিরধী, অগৃহাসক্ত মৎপ্রিয় সে ভক্ত জন। ১৯
যথোক্ত এ ধর্ম্মামৃত সেবন করে হে যারা—
শ্রদ্ধালু, মৎপর, মম অতি প্রিয় ভক্ত তারা ॥ ২০
(যথা-বিবরিত এই ধর্ম্মামৃত
সেবন করে হে যারা,
শ্রদ্ধান্বিত-চিত, মম পদাশ্রিত,
অতি প্রিয় ভক্ত তারা ॥) ২০

(ইতি ভক্তি-যোগ।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন।

প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ কি ? হে কেশব !
জ্ঞান আর জ্ঞেয় বা কি, জানিতে ইচ্ছি এ সব। ১

শ্রীভগবান্।

হে কৌন্তেয় ! এই দেহ হয় "ক্ষেত্র" অভিধানী ;
যে একে জানে, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' কহে তাকে ক্ষেত্রজ্ঞানী। ২
'ক্ষেত্রজ্ঞ' জানিবে মোরে সর্ব্বক্ষেত্রে হে ভারত !
'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের' জ্ঞান—সে জ্ঞান মমাভিমত। ৩
যে ক্ষেত্র যাহা, যেরূপ, যদ্বিকারী, যদ্ভূত,
ক্ষেত্রজ্ঞ যা, যে প্রভাব, শুন তাহা সংক্ষেপতঃ। ৪

যাহা সেই ক্ষেত্র হয়, যেরূপ স্বভাবময়,
যেরূপ বিকারী, যদুৎপন্ন, যে প্রকার,
আর সে ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা, যে প্রভাবশালী, তাহা—
সংক্ষেপে শুনহে তুমি নিকটে আমার। ৪

ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদ্য নানা বেদে নানা ভাবে,
অসন্দিগ্ধ-যুক্তিযুক্ত যা বলিলা ঋষি সবে। ৫

মহাভূত, বুদ্ধি, মূল-প্রকৃতি ও অহঙ্কার,
দশেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয় আর। ৬
ইচ্ছা-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, শরীর, চেতনা, ধৃতি;—
সংক্ষেপতঃ সবিকার ক্ষেত্রের বিবৃতি ইতি। ৭
অহিংসা, সারল্য, ক্ষমা, অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব,
স্থৈর্য্য, আত্ম-বিনিগ্রহ, আচার্য্য-সেবা, শুচিত্ব। ৮
ইন্দ্রিয়-ভোগ বৈরাগ্য, অহঙ্কার-বিহীনতা;
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ দৃষ্টি তথা। ৯
অমমতা-অনাসক্তি দারাপুত্র-গৃহপ্রতি;
ইষ্টানিষ্ট উভয়েই নিত্য সম চিত্ত-গতি। ১০
অমমতা-অনাসক্তি গৃহাদি-পুত্র-দারাতে;
নিত্যসম চিত্তগতি ইষ্ট বা অনিষ্ট পাতে। ১০
অব্যভিচারিণী ভক্তি আমাতে অনন্য যোগে;
জনতা-বিরতি, রতি বিজন-স্থান-সম্ভোগে। ১১
তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যতা;
ইহাকেই 'জ্ঞান' কহে, অন্যথায় অজ্ঞানতা। ১২
'জ্ঞেয়' যাহা, কহি তাহা, যা জানিলে মোক্ষ হয়;-
অনাদি সে পরব্রহ্ম সৎ বা অসৎ নয়। ১৩
সর্ব্বত্র কর-চরণ, সর্ব্ব-নেত্র-শীর্ষানন,
সর্ব্বশ্রুতিমান্ লোকে সর্ব্ব আবরিয়া রন। ১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত-সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণ ভাস ;
নির্গুণ গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত, বিশ্ব-বাস। ১৫
চরাচর-ভূতগণে অন্তর-বাহির-স্থিত ;
সূক্ষ্মতায় অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ ও সন্নিহিত। ১৬
ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে ভূতগণে স্থিত যিনি,
যিনিভূত-ভর্ত্তা-হর্ত্তা-সৃষ্টিকর্ত্তা, 'জ্ঞেয়' তিনি। ১৭
তিনিই জ্যোতির জ্যোতি, তমের অতীত রন।
জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞানগম্য — সর্ব্ব হৃদ্বিহারী হন। ১৮
ক্ষেত্র-জ্ঞান-জ্ঞেয়-তত্ত্ব সংক্ষেপে কহিনু এই,—
মদ্ভাব করিবে লাভ, জানিবে মদ্ভক্ত যেই। ১৯
প্রকৃতি-পুরুষ দুই(ই) অনাদি, হওহে জ্ঞাত ;
বিকার ও গুণ জান প্রকৃতি হইতে জাত। ২০
কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিকে হেতু বলে।
পুরুষকে হেতু বলে সুখ-দুঃখ ভোগ-স্থলে। ২১
প্রকৃতিজ গুণ ভুঞ্জে পুরুষ-প্রকৃতি-যুত ;
সদসৎ-যোনি-জন্ম গুণ-সঙ্গ-হেতুভূত। ২২
সাক্ষী আর অনুমন্তা, ভর্ত্তা-ভোক্তা-মহেশ্বর,
'পরমাত্মা' ইতি উক্ত এদেহে পুরুষ-পর। ২৩
প্রকৃতি-পুরুষে হেন, গুণ সহ জানে যেই,
সর্ব্বথা বর্ত্তমানেও পুনঃ না জন্মায় সেই। ২৪

আত্মযোগে আত্মাকে আত্মায় কেহ ধ্যানে দেখে,
অন্যে সাংখ্য-যোগ-বলে, অপরে বা কর্ম্মযোগে।২৫
কেহ এ না জেনে, মাত্র শুনে উপাসনা করে,
হয়ে শ্রুতি-সেবক, তারাও মৃত্যু হতে তরে। ২৬
স্থাবর-জঙ্গম-সত্ত্ব যা কিছু হয় উদ্ভব,
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে, তা জেনো ভরতর্ষভ! ২৭
সম ভাবে অবস্থিত পরমেশে সর্ব্ব ঘটে
সর্ব্বনাশ্যে অবিনাশী, যে দেখে সে দেখে বটে। ২৮
সর্ব্বত্র সমবস্থিত ঈশ্বরে দেখেন যিনি,
না করেন আত্মক্ষতি, শ্রেষ্ঠ-গতি পান তিনি। ২৯
বিশ্বময় সমস্থিত নিরখে যে বিশ্বপতি,
না করে সে আত্মক্ষতি লভে তাহে শ্রেষ্ঠ গতি। ২৯
সর্ব্বকর্ম্ম ক্রিয়মাণ্ প্রকৃতির বশেতেই,
আত্মাকে অকর্ত্তা তথা যে দেখে দেখেই সেই। ৩০
ক্রিয়মাণ্ কর্ম্ম সব গুণ-বশে প্রাকৃতিক,
আত্মাকে অকর্ত্তা তথা যে দেখে, সে দেখে ঠিক।৩০
ভূতের ভিন্নত্ব যবে একে দেখে পরিণত,
বিস্তার(ও) তা হতে দেখে, তখনি ব্রহ্মত্ব-গত। ৩১
অনাদিত্বে-নির্গুণত্বে পরমাত্মা অবিকারী।
কৌন্তেয়! কায়ে থেকেও না লিপ্ত না কর্ম্মকারী।৩২

সর্ব্ব-গত সূক্ষ্মাকাশ লিপ্ত না হয় যেমন।
সর্ব্বদেহ-স্থিত আত্মা নির্লিপ্ত রন তেমন। ৩৩
প্রকাশেন সর্ব্বলোক এক মাত্র সূর্য্য যথা,
হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্র ক্ষেত্রী প্রকাশেন তথা।৩৪
ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের, ভেদ-তত্ত্ব এ দুয়ের
জ্ঞান-নেত্রে হেরে হেন যারা,
ভূতের প্রকৃতি-মোক্ষ, যাহারা জানিতে শক্য,
লভয়ে পরমপদ তারা।৩৫

(ইতি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ।)



চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

আরো কহিতেছি আমি জ্ঞান-শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞান,
যা যেনে মুনিরা সবে পরমার্থ-সিদ্ধি পান। ১
এ জ্ঞান আশ্রয়ে জীব মম সমধর্ম্মী হয়;
সৃষ্টিতে সৃজিত কিম্বা প্রলয়ে পীড়িত নয়। ২
ত্রিগুণা-প্রকৃতি যোনি, তাহে করি গর্ভাধান;
হে ভারত! তাহাতেই সমদ্ভূত ভূত-গ্রাম। ৩
হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনি-জাত হয় মূর্ত্তি যত,
প্রকৃতি তাদের মাতা, আমি পিতা বীজ-প্রদ। ৪
প্রকৃতিজ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ, মহাবাহো!
অব্যয় দেহীকে করে আবদ্ধ দেহের সহ। ৫
তাহে সত্ত্ব নির্ম্মলত্বে অনাময়-প্রকাশক,
সুখ-সঙ্গে-জ্ঞান-সঙ্গে বদ্ধ করে হে অনঘ! ৬
রজো জেনো রাগাত্মক, তৃষ্ণাসক্তি-সমুদ্ভূত,
দেহীকে আবদ্ধ করে কর্ম্ম সঙ্গে কুন্তী-সুত! ৭
তম জেনো অজ্ঞানজ, মোহে সর্ব্বদেহ ধরে;
হে ভারত! নিদ্রালস্য প্রমাদে নিবদ্ধ করে। ৮

হে ভারত ! সুখে সত্ত্ব, কর্ম্মেরজঃ করে স্থিত,
জ্ঞানকে আবরি, তমঃ প্রমাদে করে পাতিত। ৯

হে ভারত !—
সত্ত্ব জন্মে রজস্তমে অভিভূত করি যথা,
রজঃ—সত্ত্ব-তমে, আর তমঃ—সত্ত্ব-রজে তথা ১০
শরীরের সর্ব্বদ্বারে সজ্ঞান-প্রকাশ যবে
উপলব্ধ হয়, সত্ত্ব বিবৃদ্ধ জানিবে তবে ! ১১
অশান্তি, প্রবৃত্তি, স্পৃহা, লোভ, চেষ্টা কর্ম্মাদিতে,
এসব ভারতর্ষভ ! জন্মে রজো বিবৃদ্ধিতে। ১২
অবিবেক, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ আর,—
তমঃ-বিবৃদ্ধিতে জন্মে এসব, কুরু-কুমার !১৩
সত্ত্বের প্রবৃদ্ধিকালে যদি দেহী ত্যজে প্রাণ,
শ্রেষ্ঠজ্ঞানীদের গম্য লভে সে উজ্জ্বল ধাম। ১৪
রজোগুণে মরি জন্মে কর্ম্মাসক্ত (নর) লোকে ;
তমোগুণে (তীর্য্যগাদি) মূঢ় যোনি জন্মভোগে। ১৫
সাত্ত্বিক সৎকর্ম্মফল বলে জ্ঞান প্রকাশতা ;
রাজসের ফল দুঃখ তামসের অজ্ঞানতা। ১৬
সত্ত্ব হতে জন্মে জ্ঞান, লোভ জন্মে রজো হতে।
অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহ, জনমে তমো গুণেতে। ১৭

ঊর্দ্ধে যায় সাত্ত্বিকেরা, মধ্যে রয় রাজসিক ;
অধোগতি পায় ঘৃণ্য-গুণাপন্ন তামসিক।১৮
গুণ ভিন্ন কর্ত্তা অন্য না দেখে যে দ্রষ্টা যবে,
জানে গুণাতীত তত্ত্ব, সেই মম ভাব লভে।১৯
অতিক্রমি দেহী এই দেহ-জাত গুণত্রয়,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ এড়ায়ে অমৃত হয়।২০

অর্জ্জুন।

এ ত্রিগুণ-অতীতের হয় প্রভো ! কি লক্ষণ ?
কি আচারে কিসে করে এ ত্রিগুণ অতিক্রম ?২১

শ্রীভগবান।

হে পাণ্ডব !—
প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, (ত্রিগুণের কার্য্যত্রয়)
প্রবৃত্তে যে নহে দ্বেষী, নিবৃত্তে আকাঙ্ক্ষী নয়২২
উদাসীন রূপে স্থিত, গুণেতে নহে চঞ্চল,
"গুণ কার্য্য গুণে করে" বুঝে যে রহে অটল,২৩
স্বস্থ, ধীর, সুখ-দুঃখ—স্বর্ণ-শীলা-লোষ্ট্রে, আর—
প্রিয়াপ্রিয়ে, নিন্দা-স্তবে-সবে সমজ্ঞান যার,২৪
মান-অপমানে তুল্য, তুল্য মিত্র শত্রুদলে,
সর্ব্বোদ্যম-পরিত্যাগী, তাকে "গুণাতীত" বলে।২৫

অনন্য-ভকতি-যোগে যে জন ভজে আমায়,
এড়ায়ে এ সবগুণ; সে জন ব্রহ্মত্ব পায়।২৬
অমৃতাক্ষর-ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা-স্থান ;
আমি নিত্য ধর্ম্ম-ধাতা, ঐকান্তিক সুখ-ধাম।২৭

ইতি গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ।



পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

ঊর্দ্ধস্থিত মূল, আর অধোশাখা (এ সংসার)
অব্যয় "অশ্বত্থ" উক্ত হয়।
বেদ যার পত্রচয়, যে তারে বিজ্ঞাত হয়,
"বেদবিৎ" সেজন নিশ্চয়।১
ঊর্দ্ধে-অধে শাখা প্রসারিত তার ;
গুণ-বিবর্দ্ধিত, বিষয়-পত্রিত।
নরলোকে কর্ম্মবন্ধ-বশে যার-
অধোতেও মূল রয়েছে বিস্তৃত।২
ভবে এর রূপ নহে অনুভূত ;
তথাবৎ আদি-অন্ত-অবস্থিতি।
এই যে অশ্বত্থ বদ্ধমূল-যুত,
দৃঢ় অনাশক্তি-অস্ত্রে এরে ছেদি,—৩
করিবে পরে তৎপদ অন্বেষণ ;
যাহে পেলে, পুনঃ নহে নিবর্ত্তিত।
সে আদ্য-পুরুষে নিলাম শরণ,
যাঁ হতে পুরাণী প্রবৃত্তি নিঃসৃত।৪

মান মোহহীন–সঙ্গদোষ-জিত,
অধ্যাত্ম তৎপর, নিবৃত্ত-আশয় ;
সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞ-দ্বন্দ্ব-বিমোচিত ;
পায় সে অমূঢ় সে পদ অব্যয়।৫
না সূর্য্য না শশী বহ্নি করে তা প্রকাশমান ;
যথা গে, না ফেরে আর, সে মম পরম ধাম।২৬
জীবলোকে মম অংশ জীবভূত সনাতন,—
প্রকৃতিস্থ মনেন্দ্রিয়-ছয়ে করে আকর্ষণ।৭
যথা গন্ধাধার হতে, গন্ধবহ যেই মতে,
গ্রহণ করিয়া গন্ধ করয় প্রয়াণ,
তথা এক দেহ হতে, পুনঃ অন্যদেহে যেতে,
ইন্দ্রিয়াদি এ সব ঈশ্বর লয়ে যান।৮
শ্রবণে-নয়নে, রসনে-স্পর্শনে,
আঘ্রাণে তেমতি, আর—
মনাশ্রয়ে রহি, করেন এ দেহী
বিষয়-ভোগাধিকার।৯
দেহান্তর-গত, কিম্বা দেহ-স্থিত,
ভোগ রত গুণবান্—
দেহীকে না দেখে মোহ-অন্ধ লোকে
দেখে জ্ঞান-চক্ষুষ্মান্।১০

যত্ন পরায়ণ যোগান্বিত জন
দেহেই দেখে ইহাঁরে।
অসংযত-মন— মূঢ়মতিগণ
যত্নেও দেখিতে নারে।১১
আদিত্য-নির্গত যে তেজ নিয়ত
বিকাশে জগৎ হেন,
যে তেজ অনলে, চন্দ্রমা-মণ্ডলে,
সে তেজ আমারি জেন।১২
আমি ভূতগণ করিহে ধারণ,
সবলে ভূতলে পশি।
ওষধি সমূহে আমিই পোষিহে,
হয়ে রসময় শশী।১৩
হয়ে আমি বৈশ্বানর— প্রাণীদের দেহাশ্রিত,
প্রাণাপান-যোগে করি অন্নপাক চতুর্ব্বিধ।১৪
আমি সকলের রহি হৃদিমধ্য;
আমা হতে স্মৃতি-জ্ঞান—তদন্যথা।
সর্ব্ববেদেতেই আমি মাত্র বেদ্য;
আমিই বেদান্তী, বেদবিৎ তথা।১৫
"ক্ষর" ও "অক্ষর" লোকে ঐ দুই পুরুষ হয়;
সর্ব্বভূত "ক্ষর", আর কূটস্থে "অক্ষর" কয়॥১৬

পরম পুরুষ অন্য, (পরমাত্মা)-উক্ত হন ;
পালেন ত্রিলোকে পশি যে ঈশ্বর সনাতন ।১৭
আমিই সে ক্ষরাতীত—অক্ষর হতে উত্তম ;
তাই লোকে-বেদে খ্যাত আমিই 'পুরুষোত্তম'
যে জ্ঞানী "পুরুষোত্তম" বলি মোরে অবগত
সে সর্ব্বজ্ঞ, ভজে মোরে সর্ব্বভাবে হে ভারত ।১৯
হে অনঘ ! গুহ্যতম শাস্ত্র এই কহিলাম ;
হে ভারত ! এ বুঝে কৃতার্থ হয় বুদ্ধিমান্ ।২০

ইতি পুরুষোত্তম-যোগ।



ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্।

নির্ভয়তা, সত্ত্ব-শুদ্ধি, জ্ঞান-যোগে অবস্থান ;
স্বাধ্যায়, সারল্য, আর তপ-যজ্ঞ-দম-দান।১
(ক)-অহিংসা, অক্রোধ, সত্য, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন,
জীবে দয়া, অলোভিত্ব, দৈন্য, লজ্জা ধৈর্য্যগুণ।২
(খ)-অহিংসা, অক্রোধ, সত্য, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য
অলোভ, হ্রী, ধীরতা, লজ্জা, সর্ব্বভূতে দয়া, দৈন্য।২
তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনতিমান,
ভারত ! দৈবী সম্পদ অভিজাত জন পান।৩
দম্ভ, দর্প, পারুষ্য, অজ্ঞান, ক্রোধ, অভিমান,—
আসুরী সম্পদে অভিজাত জন প্রাপ্তবান্।৪
মোক্ষার্থ দেবীসম্পদ, বন্ধার্থ আসুরী ঘটে।
পাণ্ডব ! করনা শোক, তুমি দৈবী-জাত বটে।৫
দৈবী আসুরিকী আর, ভূত-সৃষ্টি দুপ্রকার
হয় মাত্র ইহলোক মাঝে।
দৈবী বিস্তারিত ভাবে বলেছি,-আসুরী এবে,
শুন ওহে পার্থ! মম কাছে।৬

নাহি আস্থরিকদের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-জ্ঞান ;
সত্য, শৌচ, সদাচার তা সবে অবিদ্যমান ।৭
"সত্য ও প্রতিষ্ঠাহীন, ঈশ্বর-সত্ত্বা বিহীন
এ জগৎ" তা সবেরা কয়,—
অন্যোন্য-সঙ্গ-সম্ভূত; মাত্র কাম-হেতুভূত,
তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নয় ।৮
(হায় !) আত্মহারা, অল্পবুদ্ধি তারা
এ দৃষ্টি আশ্রয় করি,
উগ্রকর্ম্মা হয়ে, জন্মে জগৎ ক্ষয়ে,
হয়ে জগতের অরি !৯
দূর-পূরণীয়া কামনা আশ্রিয়া,
দম্ভ-মান-মদ-রত ।
মোহে-দুরাগ্রহে প্রবর্ত্তিত রহে,
হইয়া অশুচি-ব্রত ।১০
আর আমরণ, করিয়া বহন,
প্রভূত ভাবনা-ভার,
কাম্য-উপভোগ পরম-সম্ভোগ,
এই ভাবে ভবে সার !১১
আশা-পাশে শত, হয়ে বদ্ধ-গত,
কাম-ক্রোধ-পরায়ণ ;

কাম্য ভোগ তরে অভিলাষ করে
অন্যায়ে অর্থ অর্জ্জন। ১২
"এ লাভ আমার হল আজিকার,
পূরিল এ মনোসাধ ;
এই আছে এবে, আরো পরে হবে,
এ ধন আমারি হাত !" ১৩
"এ শত্রু-নিধন করেছি সাধন,
সংহারিব শত্রু আর।
আমিই ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধনর,
আমি সুখী-বলবান্।" ১৪
"আমি ধনবান্, কুলীন-প্রধান,
মম সম কোন্ জন ?
যজ্ঞ দানান্বিত হব আমোদিত,"—
এ ভ্রান্ত-বোধান্ধগণ,—১৫
বিষয়-বহুত্ব- বিক্ষেপিত চিত্ত,
মোহজাল সমাবৃত,—
মত্ত কাম্য-ভোগে, অশুচি-নরকে,
হয় (হায় !) নিপতিত। ১৬
আত্মগৌরবিত, নম্রতা রহিত,
ধন মান-মদান্বিত ;

বিধান-অযোগ্য, নাম মাত্র যজ্ঞ,
দম্ভে করে সম্পাদিত।১৭
করি অধিকার বল, অহঙ্কার,
দর্প, কাম, ক্রোধ আর ;—
আত্ম-পর-দেহে, মম দ্রোহী রহে,
দোষ দৃষ্টি করি সার। ১৮
অশুভ-লক্ষণ, ক্রূর, নরাধম,
দ্বেষ্টা—পরানিষ্টকামী,—
তা সবে এ ভবে আসুরী উদ্ভবে,
অজস্র নিক্ষেপি আমি।১৯
জনমে জনমে আসুরী-জনমে
জনমে সে মূঢ়গণ,—
না পেয়ে আমায়, অধোগতি পায়,
হে কৌন্তেয় ! সে কারণ।২০
নরকের দ্বার এ তিনপ্রকার,—
কাম-ক্রোধ লোভ আর ;
আত্মনাশকারী এই তিন অরি,
করিবেক পরিহার।২১
হে কুন্তি-কুমার। এ ত্রি-তমোদ্বার-
মুক্ত যে জনার মতি,

আত্মহিতাচার অনুষ্ঠান তার,
পায় সে পরমগতি। ২২
শাস্ত্রানুশাসন লঙ্ঘিয়া যে জন
যথেচ্ছাচারেতে ব্রতী,
না পায় সে সিদ্ধি, না সুখ-সমৃদ্ধি,
না পায় পরমগতি।২৩
কার্য্য ও অকার্য্য- ব্যবস্থায় ধার্য্য
শাস্ত্রই তব প্রমাণ;
শাস্ত্র-বিধি মত, হয়ে অবগত,
কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান।২৪

ইতি দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগ-যোগ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন।

একমাত্র শ্রদ্ধাভরে, যাহারা যজন করে,
করি শাস্ত্র-বিধি অতিক্রম;
হে কৃষ্ণ! তাদের তায় কি নিষ্ঠা প্রকাশ পায়?
—সত্ত্ব-রজঃ-অথবা সে তম? ১

শ্রীভগবান্।

দেহীদের সেই শ্রদ্ধা ত্রিপ্রকার,—
স্বভাব-সঞ্জাত হয়।
সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী যে আর,
শুন তুমি তদ্বিষয়। ২
ভারত! সবারি শ্রদ্ধা স্বীয় সত্ত্বা-অনুরূপ;
শ্রদ্ধাময় এ পুরুষ; যে যে শ্রদ্ধ, সে সেরূপ। ৩
সাত্ত্বিকেরা পূজে দেব, যক্ষরক্ষ রাজসেরা;
ভূত-প্রেত প্রভৃতিরে পূজা করে তামসেরা। ৪
অশাস্ত্র-বিহিত ঘোর তপস্যা যাহারা করে;
দম্ভ-অহঙ্কার-কাম-আসক্তি-আগ্রহ-ভরে, ৫

কৃশ করে যে মূঢ়েরা দেহস্থিত ভূতচয়,
করে সূক্ষ্ম দেহস্থিত, আমাকেও নিপীড়িত,
জানিবেক তা সবারে আসুর-নিশ্চয় ।৬
অপর, সবার হয় ত্রিবিধ প্রিয়ভোজন।
যজ্ঞ, তপ, দান, আর, তাহাও তিনপ্রকার;
সে সবার ভেদ এই করহ শ্রবণ ।৭
আয়ু-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধন,
রস্য, স্নিগ্ধ, স্থির হৃদ্য, সাত্ত্বিক-প্রিয়ভোজন ।৮
কটু ও অম্ল-লবণ, রুক্ষ আর বিদাহন,
তীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণবীর্য্য আর,—
দুঃখ-শোক-হেতু-যুত, রোগের নিদান-ভূত,
রাজসের বাঞ্ছিত আহার ।৯
দুর্গন্ধী, শীতল, শুষ্ক, বিকৃত ও পর্য্যুসিত,
উচ্ছিষ্ট-অমেধ্য খাদ্য তামস-প্রিয়-বাঞ্ছিত ।১০
"উচিত যজ্ঞানুষ্ঠান" ইতি চিত্তে সমাধান
করি মাত্র অফলার্থিগণ,
সঙ্গত-শাস্ত্র-বিধান যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করে, তাহা সাত্ত্বিক-গণন ।১১
ফলাকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত, আড়ম্বর-গৌরবিত,
অনুষ্ঠিত হয় যজ্ঞ যেই,

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জেন রাজসিক সেই।১২
বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অসৃষ্টান্ন, অদক্ষিণ,
শ্রদ্ধাশূন্য যেই যজ্ঞ হয়,
তাহার তামস পরিচয়।১৩
দেব-দ্বিজ-গুরু-জ্ঞানী-পূজন, শৌচ, আৰ্জ্জব,
অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য এ সব শারীর তপ।১৪
অনুদ্বেগীবাক্য-সত্য-প্রিয়-হিতকর যাহা,
স্বাধ্যায়-অভ্যাস আর, বাঙ্ময় তপস্যা তাহা।১৫
সৌম্যত্ব, চিত্ত-প্রসাদ, মৌন ও আত্মদমন,
ভাব-শুদ্ধি আর, ইতি মানস-তপ-গণন।১৬
অফলার্থী-অনুষ্ঠিত, অতিশ্রদ্ধা-সমন্বিত,—
এ ত্রিবিধ তপস্যা "সাত্ত্বিক" সংজ্ঞা-পরিচিত১৭
স্বখ্যাতি-সম্মান-পূজা-উদ্দেশিত, দম্ভ-কৃত,
অস্থির অস্থায়ী তপ, রাজসিক-অভিহিত।১৮
করি আত্মনিপীড়ন মূঢ় আগ্রহের ফলে,
পরের উচ্ছেদ-হেতু তপকে "তামস" বলে।১৯
"দানযোগ্য" বোধে মাত্র নিঃস্বার্থ যে দানঘটে,
যথা দেশ-কাল-পাত্রে, সে দান "সাত্ত্বিক" বটে।২০
প্রতি উপকার-স্বার্থে অথবা ফলার্থে যাহা,
কষ্ট-সহকৃত দান, রাজসিক হয় তাহা।২১

অদেশ-কালে-অপাত্রে অশ্রদ্ধায়-অবজ্ঞায়,—
যে দান প্রদত্ত হয়, 'তামসিক' বলে তায় ।২২
ওঁ-তৎ-সৎ এ ত্রিবিধ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ-স্মৃত,
পুরাকালে এই তিন হতে,
ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ জাত বিধিমতে ।২৩
তাই ব্রহ্মবাদীদের 'ওম্' শব্দ উচ্চারিয়া,
সতত সাধিত হয় যজ্ঞ-দান-তপঃ ক্রিয়া ।২৪
"তৎ" শব্দ উচ্চারিয়া, না করি ফল-সন্ধান,
করেন মোক্ষার্থিগণ নানাযজ্ঞ-তপঃ দান ।২৫
সদ্ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' শব্দের ব্যবহার,
'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত পার্থ! হয় শুভকর্ম্মে আর ।২৬
যজ্ঞ-তপ-দান-নিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাকে 'সৎ' কয়,
তদর্থীর কর্ম্মাদিও 'সৎ' অভিহিত হয় ।২৭
অশ্রদ্ধায় হুত, দত্ত, কৃততপ যাহা হয়,
'অসৎ' সে সব পার্থ! ইহ-পরত্রের নয় ।২৮

ইতি শ্রদ্ধা-ত্রয় বিভাগ যোগ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন।

(ক)—ওহে মহাবাহুধারি! হে কেশি-কৃন্তনকারি!
হৃষিকেশ! বাসনা আমার,—
ত্যাগের ও সন্ন্যাসের, তত্ত্বভেদ এ দুয়ের,
পৃথকরূপেতে জানিবার।১

(খ)—মহাবাহো! হৃষিকেশ! ওহে কেশিনিসূদন!
ইচ্ছিত্যাগ-সন্ন্যাসের তত্ত্বভেদ অবগম।১

(গ)—মহাবাহো! হৃষীকেশ! ওহে কেশি–নিসূদন।
ত্যাগ ও সন্ন্যাস-তত্ত্ব পৃথক্ জানিতে মন।১

শ্রীভগবান্।

কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে 'সন্ন্যাস' কন সুধীগণ,
সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ 'ত্যাগ' কন বিচক্ষণ।২
'কর্ম্ম দোষাবহ—ত্যজ্য' কন কোন জ্ঞানিগণ.
'যজ্ঞ দান-তপঃকর্ম্ম অত্যজ্য' অপরে কন।৩
ভরতসত্তম! শুন ত্যাগেতে মম নিশ্চয়,
হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হয়।৪

যজ্ঞ, দান, তপঃকর্ম্ম, ত্যজ্য নয়, কার্য্য বটে ;
জ্ঞানীদের যজ্ঞ-দান-তপে চিত্তশুদ্ধি ঘটে ।৫
কর্ত্তব্য এ সব কর্ম্ম ফলাসক্তি-বিরহিত,
ওহে পার্থ! এ আমার উত্তম মত নিশ্চিত ।৬
নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নয়,
মোহেতে তৎ পরিত্যাগ তামস কথিত হয় ।৭
দুঃখ বোধে কামক্লেশ-ভয়ে কর্ম্ম ত্যজে (হায়!)
সে রাজস ত্যাগে ত্যাগী ত্যাগ-ফল নাহি পায় ।৮
ফলাসক্তি শূন্য, মাত্র কর্ত্তব্য বোধেতে কৃত,
যে নিত্যকর্ম্ম অর্জ্জুন ; সে সাত্বিক-অভিহিত ।৯
অব্যাসক্ত সুখকর্ম্মে, অসুখে বিরক্ত নয়,
ত্যাগী, সত্ত্বসমাবিষ্ট, মেধাবী, শূন্যসংশয় ।১০
(ক)-নিঃশেষে ত্যজিতে কর্ম্ম দেহীরা সক্ষম নয় ;
কর্ম্মের যে ফলত্যাগী, সেই'ত্যাগী'উক্ত হয় ।১১
(খ)-দেহীরা পারে না হতে সর্ব্বকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ;
কর্ম্মের যে ফলত্যাগী, সেই'ত্যাগী'অভিহিত ।১১
কর্ম্মফল ত্রিবিধ, অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্র হয়,
সকামীর পারত্রিক, সন্ন্যাসীর কিছু নয় ।১২
জান এ কারণ পঞ্চ মহাবাহো ! মম কাছে

কর্ম্ম-বন্ধ-বিমোচন বেদান্ত শাস্ত্রে যেমন,

সর্ব্বকর্ম্ম-সিদ্ধি হেতু তাহা বিবরিত আছে।১৩

(ক)—অধিষ্ঠান (দেহ), কর্ত্তা (অহঙ্কার) আর
করণ (ইন্দ্রিয় গ্রাম) বিভিন্ন প্রকার।
নানাবিধ চেষ্টা (প্রাণাপান ব্যাপারাদি),
পঞ্চম দৈব (অদৃষ্ট—ঈশ্বরেচ্ছা) ইতি।১৪

(খ)—দেহ, অহঙ্কার, তথা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় চয়;
নানাবিধ চেষ্টা, আর 'অদৃষ্ট' পঞ্চম হয়।১৪
কায়মনোবাক্যে নর করে যে কোন প্রকার
ন্যায্য বা অন্যায্য কার্য্য, এই পঞ্চ হেতু তার।১৫
ইহাতে যে কর্ত্তারূপে কেবল দেখে আত্মারে,
মূঢ়-বুদ্ধি সে দুর্ম্মতি যথার্থ দেখিতে নারে।১৬
অহঙ্কার-অমূঢ় যে, বুদ্ধি যার লিপ্ত নয়
বধি লোক, বধে না সে, না তায় নিবদ্ধ হয়।১৭
ত্রিবিধা কর্ম্মপ্রেরণা—জ্ঞান জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা;
কর্ত্তা কর্ম্ম করণ, ত্রিবিধ কর্ম্ম সংগৃহীতা।১৮
জ্ঞান-কর্ম্ম-কর্ত্তাকে ত্রিবিধ কহে গুণভেদে,
যথাবৎ সে সকল শুন গুণ-গণনেতে।১৯
ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বভূতে অভিন্ন অব্যয় এক
যাহে দৃষ্ট, তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবেক।২০

যে জ্ঞানে বিভিন্ন ভাবে নানাভাব জানা যায়,
ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বভূতে, রাজসিক জেন তায় ।২১
(ক)—যে জ্ঞান কার্য্যেই মাত্র পূর্ণাসক্ত, হেতুশূন্য
অতত্ত্বার্থ-প্রদ, তুচ্ছ, সে জ্ঞান তামস-গণ্য ।২২
(খ)—এক মাত্র কার্য্যে যাহা পূর্ণাসক্ত; অযৌক্তিক
অতত্ত্বার্থ-প্রদ, তুচ্ছ, সেই জ্ঞান তামসিক ।২২
নিয়ত, আসক্তি শূন্য, অপ্রীতি-অদ্বেষ কৃত—
যে কর্ম্ম অফলার্থীর, সে কর্ম্ম সাত্ত্বিক স্মৃত ।২৩
বহ্বায়াসে সাহঙ্কারে ফলার্থীর অনুষ্ঠিত
যে কর্ম্ম সে কর্ম্ম হয় রাজসিক-অভিহিত ।২৪
অনুবন্ধ-ক্ষয়-হিংসা-সামর্থ্য অবিবেচিত,
মোহ-কৃত যে কর্ম্ম, সে তামসিক অভিহিত ।২৫
বিরাগী, অনহংবাদী, ধৃতি ও উৎসাহময়—
সিদ্ধ্যসিদ্ধি নির্ব্বিকার কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কয় ।২৬
আসক্ত, ফলার্থী, লুব্ধ, অশুচি ও হিংসান্বিত,
হর্ষশোকাধীন কর্ত্তা রাজস পরিকীর্ত্তিত ।২৭
অনাবিষ্ট, অসন্তুষ্ট, অলস, অসামাজিক,
পরদ্রোহী, দীর্ঘসূত্রী, স্তব্ধ কর্ত্তা তামসিক ।২৮
বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ গুণতঃ ত্রিবিধ হয়,
সবিস্তারে ভিন্ন ভিন্ন কহি শুন ধনঞ্জয় ।২৯

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়,
বন্ধ, মোক্ষ জানায় যে, সে সুবুদ্ধি সাত্ত্বিকী হয়।৩০
যে বুদ্ধি ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য আর,
অযথা জানায়, পার্থ। রাজসী নাম তাহার।৩১
অধর্ম্মে ধর্ম্ম বুঝায়, তমোময়ী বুদ্ধি যাহা,
সর্ব্বহিতে বিপরীতা, হে পার্থ! তামসী তাহা।৩২
মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া যে ধৃতি ধারণ করে,
অনন্য যোগে হে পার্থ! সাত্ত্বিকী সংজ্ঞা সে ধরে।৩৩
(ক)-হে অর্জ্জুন! যে ধৃতিতে ধরায় ধর্ম্মার্থ কাম,
তৎসঙ্গে ফলার্থী করে, রাজসী তাহার নাম।৩৪
(খ)-অর্জ্জুন! ধর্ম্মার্থকামে যে ধৃতি ধরায় রতি,
তৎসঙ্গে ফলার্থী করে, পার্থ! সে রাজসী ধৃতি।৩৪
যাতে নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদি
নাহি ত্যজে মূঢ়জন, পার্থ! সে তামসী ধৃতি।৩৫
হে ভরতর্ষভ! মম নিকটে এখন,
ত্রিবিধ সুখ-বিভাগ করহ শ্রবণ।৩৬
অভ্যাসের ক্রমে, যে সুখেতে রমে
লভি দুঃখ অবসান
অগ্রে বিষ সম, অমৃত-উপম
যে সুখের পরিণাম,

আত্মবুদ্ধি-প্রসাদ-সঞ্জাত,
সেই সুখ-সাত্ত্বিক আখ্যাত।৩৭
বিষয়-ইন্দ্রিয় যোগে অগ্রে যা অমৃতোপম,
সেই রাজসিক সুখ, পরিণামে বিষ সম।৩৮
পূর্ব্বে ও পরে যে সুখ আত্মমোহকর হয়,
নিদ্রালস্য-প্রমাদজ, তামসিক তারে কয়।৩৯
ভূলোকে, দ্যুলোকে কিম্বা দেবলোকেতেও হেন,
প্রকৃতির এ ত্রিগুণ-মুক্ত কিছু নাহি জেন।৪০
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের কর্ম্ম সব
স্বভাব-সম্ভূত গুণে প্রভিন্ন হে পরন্তপ!৪১
ব্রাহ্মণ-স্বভাবকর্ম্ম ক্ষমা, শৌচ, সরলতা;
শম, দম, তপ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা।৪২
ক্ষত্রিয়-স্বভাব কর্ম্ম যুদ্ধেতে অপলায়ন;
প্রভুতা, দক্ষতা, দান, ধৃতি, তেজ, পরাক্রম।৪৩
বৈশ্যের স্বভাব কর্ম্ম গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য;
পরিচর্য্যাত্মক হয় শূদ্রের স্বভাব-কার্য্য।৪৪
স্ব স্ব কর্ম্ম-নিষ্ঠ হয়ে সংসিদ্ধি লভয় নর;
শুন তাহা যথা সিদ্ধি সম্ভোগে স্বকর্ম্ম পর।৪৫
ভূতের প্রবৃত্তি চয় যাঁহাতে উদ্ভূত হয়,
যাঁহাতে ব্যাপিত এই সব,

স্বকর্ম্ম-সাধন ধরি, তাঁহারি অর্চ্চনা করি,
সিদ্ধি লাভ করয় মানব ।৪৬
সুষ্ঠু পরধর্ম্ম হ'তে বিগুণ স্বধর্ম্ম শ্রেয় ;
স্বভাবজ কর্ম্ম করি পাপ নাহি পায় কেহ ।৪৭
সদোষ হলেও তবু স্বভাবজ কর্ম্ম কভু
ত্যজ্য নহে, ওহে কুন্তিসুত !
ধূম-বশে হুতাশন আবৃত রহে যেমন,
সর্ব্বকর্ম্ম তথা দোষ-যুত ।৪৮
সর্ব্বে অনাসক্ত-বুদ্ধি, জিতাত্মা, নিস্পৃহাবান্,
পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি সন্ন্যাসে সংপ্রাপ্তিমান্ ।৪৯
সিদ্ধ যথা লভে ব্রহ্ম, জ্ঞান-পরাকাষ্ঠা যাহা,
কৌন্তেয় ! সকাশে মম সংক্ষেপে শুন হে তাহা ০২।
যে-রূপে সে সিদ্ধ জন, ব্রহ্ম-গতি প্রাপ্ত হন
জ্ঞানের পরমা নিষ্ঠা যাহা,
আমার নিকট হতে, হে কৌন্তেয়। সংক্ষেপেতে
অবগত হও তুমি তাহা ।৫০
শুদ্ধবুদ্ধি-যুত চিত্ত ধৃতি-সংযমিত করি,
শব্দাদি বিষয় ত্যজি, দ্বেষাশক্তি পরিহরি ।৫১
মিতাশী, নিভৃতবাসী, যত-বাক্,-কায়-মন,
বৈরাগ্য আশ্রিত নিত্য ধ্যানযোগ-পরায়ণ ।৫২

অহঙ্কার, বল, দর্প, পরিগ্রহ, ক্রোধ, কাম—
ত্যজিয়া, নির্ম্মম-শান্ত-ব্রহ্মত্ব-সংপ্রাপ্তবান ।৫৩
ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা, শোকী বা আকাঙ্ক্ষী নয়,
সর্ব্বভূতে সম, মম পরাভক্তি প্রাপ্ত হয় ।৫৪
আমি যাহা, যেরূপ, তা জেনে লয় ভক্তি ভরে,
তাহে মম তত্ত্ব বুঝি, প্রবেশে আমাতে পরে ।৫৫
সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও সদা মদাশ্রিত জন—
মৎ প্রসাদে পায় নিত্য অব্যয় পদ পরম ।৫৬
সদা সর্ব্বকর্ম্ম মোরে করিয়া মানসার্পণ,
বুদ্ধি-যোগাশ্রয়ে হও মচ্চিত্ত-মৎপরায়ণ ।৫৭
মৎপ্রসাদে সর্ব্বাপদে তরিবে মচ্চিত্ত হলে;
না শুনিলে, অহঙ্কারে নষ্ট হবে তার ফলে ।৫৮
অহঙ্কার-সমাশ্রয়ে 'আমি যুদ্ধ করিবনা'
করিছ যে মনে,
মিথ্যা সে সঙ্কল্প তব; প্রকৃতি নিশ্চয় তোমা
নিয়োজিবে রণে ।৫৯
বাধ্য হয়ে স্বভাবজ স্বকর্ম্মের বন্ধনেতে,
কৌন্তেয়! করিবে কর্ম্ম, মোহতঃ অনিচ্ছা যাতে ।৬০
যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূত ভ্রমাইয়া মায়া-বলে,
অর্জ্জুন! ঈশ্বর রন সর্ব্বভূত-হৃদিস্থলে ।৬১

হে ভারত। সর্ব্বভাবে তাঁহারি শরণ লও ;
তৎপ্রসাদে নিত্যধাম পরাশান্তি প্রাপ্ত হও।৬২
কহিনু এ জ্ঞান তোমা, গুহ্য হতে গুহ্যতর ;
আলোচিয়া সবিশেষ যাহা ইচ্ছা তাহা কর।৬৩
সর্ব্বগুহ্যতম পুনঃ শুন মম মহাবাণি,
অতিপ্রিয় তুমি, তাই কহি তব হিত আমি।৬৪
মচ্চিত্ত মদ্ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনে রও,
আমারেই কর নমস্কার।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি, পাবেই আমাকে তুমি,
প্রিয়ভক্ত তুমি হে আমার।৬৫
সর্ব্ব-ধর্ম্ম তেয়াগিয়া, আমারি শরণ নিয়া,
অবস্থিত রও।
সর্ব্ব পাপ হতে আমি তরাব তোমায়, তুমি
শোকশূন্য হও।৬৬
কবেনা একথা কভু অধার্ম্মিক অভক্তেরে,
অশুশ্রূষু, আর মম নিন্দাকারী নাস্তিকেরে।৬৭
এ পরম গুহ্যকথা মমভক্তে যে বুঝায়,
মৎপরমা ভক্তিতে সে নিশ্চয় আমাকে পায়।৬৮
তা হতে কেহই মর্ত্ত্যে নহে মম প্রিয়কর ;
তা হতে কেহ না হবে ভবে মম প্রিয়তর।৬৯

পাঠ করে আমাদের এ ধর্ম্ম্য সংবাদ যেই,
মম মতে জ্ঞান-যজ্ঞে আমাকেই পূজে সেই।৭০

আর এ শ্রবণ করে বা যে-জন,—
অনিন্দক শ্রদ্ধাবান্,
হয়ে মুক্ত পাপ, সেও করে লাভ,
ধার্ম্মিকের শুভধাম।৭১

একাগ্র-মনে কি পার্থ! শুনিলে এ সমুদয়?
অজ্ঞান-সংমোহ তব ঘুচিল কি ধনঞ্জয়?৭২

অর্জ্জুন।

মোহ গেল, স্মৃতি এল, অচ্যুত প্রসাদে তব,
সন্দেহ বিগত হল, তব আজ্ঞাকারী হব।৭৩

সঞ্জয়।

মহাত্মা কৃষ্ণের আর পার্থের, (হে নরবর!)
শুনিলাম এ সংবাদ অদ্ভুত-লোমাঞ্চকর।৭৪
শুনিনু ব্যাস-প্রসাদে মহাগুহ্য যোগ এই—
সাক্ষাৎ সে যোগেশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণ মুখেতেই।৭৫
এ কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ অদ্ভুত-পূত-পাবন,—
ভেবে ভেবে মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট আমি হে রাজন্!৭৬

হরির সে অত্যদ্ভুত রূপ ভেবে ভেবে আর—
হতেছি বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টচিত্ত বারংবার।৭৭
যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথা পার্থ ধনুধারী,
তথা শ্রী-বিজয়োন্নতি-স্থিরানীতি মনে করি।৭৮

ইতি মোক্ষযোগ।

"মোক্ষ-যোগ" বর্ণনায়,
শেষ অষ্টাদশাধ্যায়।
তথাইতি সমাপিতা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা॥

সমাপ্ত

গীতা-মাহাত্ম্য।

(বঙ্গ-পদ্যানুবাদ।)

[নৈমিষারণ্যে ঋষি ও সূত।]

ঋষি

গীতার মাহাত্ম্য সূত! যথাবৎ বল শুনি,
পূর্ব্বে নারায়ণ-ক্ষেত্রে বলিলা যে ব্যাস মুনি।১

সূত।

সাধুপ্রশ্নভগবন্! অতি গুহ্যতম যাহা!
সে মহাগীতা-মাহাত্ম্য কে পারে বর্ণিতে তাহা।২
কৃষ্ণই তৎফল জানেন সম্যক
কিঞ্চিৎ কুন্তিকুমার,
তথাবৎ যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক,
ব্যাস-ব্যাসপুত্র আর!৩
কাণে মাত্র শুনে অন্যে লেশ মাত্র গায় সুখে;
বলি তবে কিছু এবে যথা শ্রুত ব্যাস-মুখে।৪
সর্ব্বোপনিষদ গাভী দোহাল গোপাল-সুত;
পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা, দুগ্ধ মহা গীতামৃত।৫

ত্রিলোক-হিতার্থে যিনি পার্থের সারথী হন ;
পরমাত্মা কৃষ্ণে সেই, মম নমস্কার এই,
আদৌ করিলা যিনি গীতামৃত-বিতরণ।৬
সংসার-সাগর ঘোর যে নর তরিতে চায়,
গীতা-তরী পাইলে সে অনায়াসে পার পায়।৭
অভ্যাস যোগে যে জন, গীতার্থ-জ্ঞান-শ্রবণ,
না করিয়া করে মোক্ষ লভিবার অভিলাষ,
লভে সে মূঢ়াত্মা মাত্র বালকের উপহাস।৮
অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র পড়েন শুনেন যাঁরা
তাঁহারা মানুষ নয়, নিশ্চয় দেবতা তাঁরা।৯
দিলেন অর্জ্জুনে কৃষ্ণ গীতাজ্ঞানে শিক্ষাদান,
সগুণ-নিগুণ-সার-ভক্তি আর তত্ত্বজ্ঞান।১০
ভক্তি-মুক্তি সমুশ্রিত অষ্টাদশ সোপানেতে,
ক্রমে হয় চিত্তশুদ্ধি প্রেমভক্তি সাধনেতে।১১
গীতা-নীরে সাধু স্নান সংসার-মল-নাশন,
শ্রদ্ধা-বিহীনের তাহা বৃথা হস্তি-স্নান সম।১২
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা গীতার না জানে যেই,
নিশ্চয় এ নরলোকে বৃথা কর্ম্মকারী সেই।১৩
গীতা যে না জানে, নাহি নরাধম ততোধিক,
তার কুলে-শীলে-জ্ঞানে-মানব দেহেতে ধিক্।১৪

গীতার্থে যে অজ্ঞ, নাহি নরাধম ততোধিক,
শরীরে-সম্পদে শীলে গৃহাশ্রমে তার ধিক্ !১৫
গীতাশাস্ত্রে মূর্খ, নাহি নরাধম ততোধিক;
তার ভাগ্য, পূজা, খ্যাতি, মান ও মহত্ত্বে ধিক্ !১৬
গীতা শাস্ত্রে মতি যার নাহি, তার বৃথা সব,
ধিক্ তার জ্ঞানদাতা, ব্রত-নিষ্ঠা-যশ-তপ।১৭
গীতা যে না শিখে, নাহি নরাধম ততোধিক;
গীতায় অগীত জ্ঞান জানিবেক আসুরিক।১৮
বেদ-বেদান্ত-গর্হিত অধর্ম্ম সে ব্যর্থ জ্ঞান,
ধর্ম্মময়ী গীতা মাত্র সর্ব্বজ্ঞান করে দান।১৯

সর্ব্বশাস্ত্র-সারভূতা,
বিশুদ্ধা সে বিশেষিতা,
যে পড়ে বিষ্ণুপর্ব্বেতে,
গীতা হরি-বাসরেতে,
জাগ্রতে স্বপনে আর,
গমনে-আসনে তার,
শত্রু-কৃত কোন ভয়,
কদাপিও নাহি হয়।২০
শালগ্রাম-পুরোদেশে,
দেবাগারে-শিবাবাসে,

তীর্থেতে নদীতে আর
গীতাপাঠ হয় যার,
লাভ তার সুনিশ্চয়,
সৌভাগ্যের অভ্যুদয় ।২১

দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ গীতাপাঠে তুষ্ট যথা,
না বেদে-না দানে-যজ্ঞে তীর্থ ব্রতাদিতে তথা ।২২
ভক্তি-ভাবান্বিত চিত্তে অধীতা গীতা যাহার,
বেদশাস্ত্র পুরাণাদি সকলি অধীত তার।২৩
যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে; শীলাগ্রে ও সৎসভায়,
যজ্ঞে ও বিষ্ণুভক্তাগ্রে পাঠে পরা সিদ্ধি পায় ।২৪
গীতার শ্রবণ-পাঠ যেবা করে দিন দিন,
অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ কৃত তার সদক্ষিণ ।২৫
যে শুনে গীতার্থ, আর সংকীর্ত্তন করে তার ;
শুনায় যে পরমার্থ, সে পায় সে পদসার ।২৬
শুদ্ধগীতাগ্রন্থ যে বা আদরে করে অর্পণ,
ভক্তি-বিধিমতে, ভার্য্যা লভে সে মন মতন ।২৭
সৌভাগ্য, আরোগ্য, যশ, লভে সে নাহি সংশয় ;
দয়িতার প্রিয় হয়ে, পরম সুখ লভয় ।২৮
অভিচারোদ্ভব দুঃখ বর-শাপ-গত তথা—
নাহি পশে, গীতার্চ্চন হয় যে গৃহেতে যথা ।২৯

ত্রিতাপজপীড়া আর ব্যাধি কভু নাহি হয়,
নাহি রহে শাপ, পাপ, দুর্গতি, নরক-ভয় ।৩০
বিস্ফোটক আদি তাঁর পীড়ন না করে কায়,
অব্যভিচারিণী দাস্যাভক্তি কৃষ্ণ পদে পায়।
প্রারব্ধ-ভোগী হয়েও যে গীতা অভ্যাসে রত,
সর্ব্বজীবগণ সহ সখ্য লভে সে সতত ।৩২

সেই মুক্ত-সুখী লোকে ;
কর্ম্মেতে না লিপ্ত থাকে ।
মহাপাপী-অতি পাপী,
হয় যদি গীতালাপী,
অস্পৃষ্ট সে রয় তাতে,
জল যথা পদ্মপাতে।৩৩

অনাচারোদ্ভব পাপ, অবাচ্য-বাক্যজ,
অভক্ষ্য ভক্ষ্যজ আর, অস্পর্শ-স্পর্শজ,৩৪
জ্ঞানাজ্ঞান কৃত যাহা ইন্দ্রিয় বশাৎ,
গীতাপাঠে তৎ সমস্ত নাশে তৎক্ষণাৎ ।৩৫
সর্ব্বত্র আহার আর সর্ব্ব প্রতিগ্রহ করি,
লিপ্ত কভু নাহি হন গীতা-অধ্যয়নকারী ।৩৬
রত্নময়ী সর্ব্বমহী নিয়াও অবিধানতঃ,
একগীতা পাঠে সদা শুদ্ধ স্ফটিকের মত ।৩৭

গীতায় রমণ করে নিত্য যার মনোপ্রাণ
সে সাগ্নিক, সদা জাপী, পণ্ডিত ও ক্রিয়াবান্ ।৩৮
সেই দর্শনীয়, যোগী, ধনবান্, জ্ঞানবান্,
সেই ত যাজ্ঞিক, যাজী, সর্ব্ববেদ দৃষ্টিমান ।৩৯
যথা নিত্য গীতাগ্রন্থ স্থিত ও পঠিত হয়,
প্রয়াগাদি সর্ব্বতীর্থ ভূতলে তথাই রয় ।৪০
নিবসে নিয়ত দেহে, দেহের শেষেও সদা,
দেহরক্ষী সর্ব্বদেব ঋষি ও যোগীরা তথা ৪১
সসঙ্গী-নারদ-ধ্রুব শীঘ্রই সহায় হন,
শ্রীগোপাল বালকৃষ্ণ, যথা গীতা প্রবর্ত্তন ।৪২
গীতার্থ-বিচার আর পঠন-পাঠন যথা,
রাধাসনে ভগবান্ কৃষ্ণ বিহরেন তথা ।৪৩

শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান্ ।

গীতা মম হৃদি পার্থ! গীতাই পরম সার।
গীতা মম অতি উগ্র অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার ।৪৪
গীতা মম শ্রেষ্ঠ স্থান, গীতা মম পদ-সার।
গীতা মম অতিগুহ্য পরম গুরু আমার ।৪৫
গীতাশ্রয়ে থাকি আমি, প্রিয় গৃহ সে আমার।
গীতাজ্ঞান-সমাশ্রয়ে পালি আমি ত্রিসংসার ।৪৬
গীতা মম পরাবিদ্যা ; ব্রহ্মরূপা অসংশয়।

অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা, নিত্য-অনির্ব্বচনীয়া হয় ।৪৭
গুহ্য গীতানামাবলী শুন বলি হে পাণ্ডব
কীর্ত্তনে বিলয় পায় তৎক্ষণাৎ পাপ সব ।৪৮
গীতা, গঙ্গা ও সাবিত্রী, পতিব্রতা সীতা সত্যা ;
ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মবিদ্যা ।৪৯
ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা,
তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী, বেদত্রয়ী, পরা, নন্দা ।৫০
স্থির-চিত্ত হয়ে নিত্য যে নর এ নাম জপে,
নিত্যসিদ্ধি, আর অন্তে সে পরম পদ লভে ।৫১
পূর্ণ-পাঠ অসামর্থ্যে অর্দ্ধপাঠ ব্যবস্থিত ;
গোদানজ পুণ্য তাহে প্রাপ্ত হয় সুনিশ্চিত ।৫২
ত্রি-অংশ পড়িলে গীতা সোমযাগ-ফল তায় ।৫৩
ষড়ংশ পড়িলে নর গঙ্গাস্নান-ফল পায় ।৫৩
নিত্য দু অধ্যায় যে বা পাঠ করে নিরন্তরে,
লভি ইন্দ্রলোক, ধ্রুব এককল্প বাস করে ।৫৪
একটী অধ্যায় নিত্য যে পড়ে ভকতি-ভরে,
গণরূপে রুদ্রলোকে সে চির বসতি করে ।৫৫
অধ্যায়ের অর্দ্ধ কিম্বা চতুর্থাংশ নিত্যপাঠে,
শতমন্বন্তর-কাল সূর্য্যলোক ভোগ ঘটে ৫৬
গীতার দশটী শ্লোক, কিম্বা, সপ্ত, পঞ্চ, চারি,

তিন, দুই, এক বা অর্দ্ধেক শ্লোক পাঠকারী,
অযুত বৎসর হয় শশাঙ্ক-লোক-বিহারী।৫৭
গীতার্থের একপাদ, একশ্লোক একাধ্যায়,
স্মরিয়া যে ত্যজে দেহ, সে পরম-পদ পায়।৫৮
গীতার্থ বা গীতাপাঠ অন্তিমে শুনিতে পেলে,
মহাপাপে পাপিষ্ঠও মুক্তিভাগী হয় হেলে।৫৯
গীতাগ্রন্থ যুক্ত হয়ে যে যায় ত্যজিয়া প্রাণ,
বিহরে সে বিষ্ণুসহ, লভিয়া বৈকুণ্ঠধাম।৬০
গীতাধ্যায় সমাযুক্ত মরিলে মানুষ হয়,
গীতাভ্যাস করি পুনঃ মহতী মুক্তি লভয়।৬১
"গীতা" এ অক্ষর দুটি করি মাত্র উচ্চারণ,
মরিলেও তাহে গতিপ্রাপ্ত হয় সেই জন।৬২
গীতাপাঠ সমাযুক্ত যে যে কর্ম্ম করা যায়,
সে সে কর্ম্ম দোষশূন্য হইয়া পূর্ণতা পায়।৬৩
শ্রাদ্ধে পিতৃগণোদ্দেশে হইলে গীতা অধ্যয়ন,
নরক হইতে স্বর্গে যান তুষ্ট পিতৃগণ।৬৪
গীতাপাঠে তুষ্ট হয়ে শ্রাদ্ধ-তৃপ্ত পিতৃগণ,—
আশীর্ব্বাদ করি পুত্রে পিতৃলোক প্রাপ্ত হন।৬৫
ধেনুপুচ্ছ সমন্বিত গীতাগ্রন্থ করি দান,
সে দাতা সে দিনে হয় সম্যক্ কৃতার্থ প্রাণ।৬৬

স্বর্ণসহ গীতাগ্রন্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে দান,
যে করে সে নাহি হয় পুনর্জন্ম প্রাপ্তবান্ ।৬৭
শতসংখ্য গীতাগ্রন্থ দান করে যেই জন,
না পায় সে পুনর্জন্ম, যায় সে ব্রহ্মসদন।৬৮
গীতাদান প্রভাবেতে বিষ্ণুসহ বিষ্ণুলোকে,
সপ্তকল্প সমকাল রহে প্রেমানন্দ ভোগে ।৬৯
গীতার্থ সম্যক্ শুনি পুস্তক যে করে দান,
প্রীত হয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্‌য্যণ শ্রীভগবান্ ।৭০
চারিবর্ণে যদি কেহ ধরিয়া মানবদেহ,
হে ভারত ! সুধাময়ী গীতা—
না শুনে না পাঠ করে, অমৃত পেয়েও করে,
সে মানব বিষভক্ষয়িতা !৭১
সংসার-দুঃখার্ত্ত জন লভিবে গীতার্থ জ্ঞান,
সুখী হবে ভক্তিলাভে গীতামৃত করি পান ।৭২
গীতাশ্রয়ে জনকাদি রাজঋষিজন যত-
হত-পাপ হয়ে তারা সে পরম-পদ-গত ।৭৩
বিশিষ্ট ইতরে ইতর-বিশেষ,
গীতায় নাহিক মানি,
সমগ্র জ্ঞানেই সমতুল্যা সেই
গীতাব্রহ্ম-স্বরূপিনী :৭৪
ওঁ।

অভিমান ভরে গীতা নিন্দা করে,
যে জন গর্ব্বের বেগে,
যাবৎ প্রলয়, তাবৎ সে রয়,
ঘোর নরকের ভোগে।৭৫

অহঙ্কারে যে মূঢ়াত্মা গীতার্থ না মান্য করে,
কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত সে কুম্ভীপাকে পচে মরে ৭৬
কথ্যমান গীতার্থ যে না শুনে সমীপে রয়ে,
বহুবার ভ্রমে সে শূকর- যোনি প্রাপ্ত হয়ে ।৭৭
চুরি করি গীতাগ্রন্থ যেবা করে আনয়ন,
কিছু ফল নাহি তার, বৃথা তার অধ্যয়ন ।৭৮
শুনিয়া গীতার্থ যে বা পরমার্থ প্রীত নয় ;
উন্মত্তের শ্রম সম নাহি তার ফলোদয় ।৭৯
গীতাপাঠ শুনি, স্বর্ণ, ভোজ্য ও পট্টবসন,
প্রীত্যর্থে পরমাত্মার করিবেক নিবেদন ।৮০
বক্তাকে পূজিবে দিয়ে দ্রব্য—বস্ত্র নানা দান,
প্রীতিভরে পরিতুষ্ট তাহে হরি ভগবান্ ।৮১

সূত।

গীতার-মাহাত্ম্য এই কৃষ্ণপ্রোক্ত-পুরাতন ;
গীতান্তে পড়িলে হয় যথোক্ত ফলভাজন ।৮২

গীতাপাঠ করি যেবা মাহাত্ম্য না পড়ে তার,
বৃথা তার পাঠ-ফল, বৃথা পরিশ্রম সার। ৮৩

ক—এ মাহাত্ম্য-যোগে গীতা পাঠ করে যেই জন,
শ্রদ্ধায় যে শুনে তায়, পায় সে পদ-পরম ৮৪

খ—এ মাহাত্ম্য-সহযোগে গীতা পাঠ করে যদি,
শুনে যদি শ্রদ্ধাভরে, লভয় পরম গতি। ৮৪

ক—অর্থযুক্ত গীতাশাস্ত্র শুনে যে মাহাত্ম্য সহ,
তার পুণ্যফল লোকে হয় সর্ব্বসুখাবহ। ৮৫

খ—শুনি অর্থযুক্তা গীতা, মাহাত্ম্য যে শ্রুত হয়,
তার পুণ্যফল লোকে হয় সর্ব্বসুখময়। ৮৫

ইতি গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে প্রকীর্ত্তিত;
শ্রীগীতামাহাত্ম্য কথা ইতি সমাপিত।